প্রকাশকাল

অক্টোবর ২০২২

প্রকাশক

খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

১৫৩, পাইওনিয়ার রোড, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।

ই-মেইল: info@bomd.gov.bd

www.bomd.gov.bd অথবা বিএমডি.বাংলা

www.facebook.com/emrdbmd

নির্দেশনায়

জনাব মোঃ আ: খালেক মল্লিক

মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)

খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)

সম্পাদনা কমিটি

১. জনাব মোঃ আবুল বাসার সিদ্দিক আকন, পরিচালক (উপসচিব)

২. জনাব মোঃ মামুনুর রশীদ, উপপরিচালক

৩. জনাব মোঃ মাহফুজুর রহমান, উপপরিচালক (খনি ও খনিজ) (চ.দা.)

৪. মোসাঃ মাহবুবা খাতুন, সহকারী পরিচালক (ভূ-তত্ত্ব)

৫. জনাব আজিজুল হক, সহকারী পরিচালক (ভূ-রসায়ন)

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)-এর পরিচিতি	০১
২	প্রধান কার্যাবলি	০১
৩	খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরোর সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizen Charter)	১-১৩
৪	সাংগঠনিক কাঠামো	১৪
৫	জনবল কাঠামো	১৫
৬	বর্তমানে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের নামের তালিকা	১৬-১৯
৭	খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ এর আওতায় গঠিত বিভিন্ন কমিটি	২০-২১
৮	খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)-এর কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে গঠিত বিভিন্ন কমিটি	২১-২৩
৯	দেশে আবিষ্কৃত উল্লেখযোগ্য খনিজ সম্পদসমূহ	২৪-৩১
১০	অবৈধ/অননুমোদিতভাবে উত্তোলিত খনিজ সম্পদ জব্দ ও নিলামে বিক্রয় সংক্রান্ত কার্যক্রমের বিবরণ	৩২
১১	২০২১-২২ অর্থবছরে বিভিন্ন খনিজ হতে আদায়কৃত রাজস্ব	৩৩
১২	খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো কর্তৃক বিভিন্ন খনি ও কোয়ারি পরিদর্শন	৩৩-৩৪
১৩	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA)	৩৫
১৪	সেবা ডিজিটাইজেশন	৩৫
১৫	ফটো গ্যালারী, ২০২১-২২	৩৬-৩৭
১৬	২০২০-২১ অর্থবছরে খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)-এর সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য	৩৭
১৭	বিএমডির আর্থিক কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	৩৮
১৮	মানব সম্পদ উন্নয়ন	৩৮
১৯	সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ	৩৮-৩৯
২০	ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা	৩৯
২১	উপসংহার	৩৯
২২	একনজরে খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ এর উল্লেখযোগ্য বিধিসমূহ	৪০-৪২

১.০ খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)-এর পরিচিতি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অধীন খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)-এর কার্যক্রম সম্পাদিত হয়। ১৯৬২ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের শিল্প ও প্রাকৃতিক সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় প্রাদেশিক সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগের অধীন বিএমডি প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি সরকারের একটি রাজস্ব আদায়কারী প্রতিষ্ঠান। খনি ও খনিজ সম্পদ (নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন) আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সালের ৩৯ নং আইন) এবং উক্ত আইনের ধারা ৪ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে প্রণীত খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ অনুযায়ী বিএমডি দেশে প্রাপ্ত খনিজ সম্পদ (তেল ও গ্যাস ব্যতীত) এর সার্বিক ব্যবস্থাপনাসহ অনুসন্ধান লাইসেন্স, খনি ইজারা ও কোয়ারি ইজারা প্রদান করে থাকে। এছাড়া, দেশের কোথাও অবৈধ/অননুমোদিতভাবে খনিজ সম্পদ উত্তোলন করা হলে স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় জব্দপূর্বক নিলামে বিক্রয় করে থাকে।

২.০ প্রধান কার্যাবলি

(ক) দেশের খনিজ সম্পদের (তেল ও গ্যাস ব্যতীত) অনুসন্ধান লাইসেন্স, খনি ইজারা ও কোয়ারি ইজারা প্রদান;

(খ) অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সমৃদ্ধ এলাকার রেকর্ড সংরক্ষণ;

(গ) লাইসেন্স/ইজারা আবেদন গ্রহণ ও পরীক্ষণ;

(ঘ) আগ্রহী প্রার্থীর অনুকূলে লাইসেন্স/ইজারা মঞ্জুর;

(ঙ) মঞ্জুরীকৃত লাইসেন্স/ইজারার রেকর্ড সংরক্ষণ;

(চ) খনি কার্যক্রমের অগ্রগতি ও লাইসেন্স/ইজারাগ্রহীতা কর্তৃক বিধিবিধান প্রতিপালন সম্পর্কে তদন্ত;

(ছ) বিধিবিধান অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ;

(জ) খনিজ সংক্রান্ত আইন ও বিধিবিধান প্রণয়ন, সংশোধন ও পরামর্শ প্রদান;

(ঝ) খনিজের রয়্যালটি ও অন্যান্য রাজস্ব নির্ধারণ ও আদায়।

৩.০ খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরোর সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizen Charter)

৩.১ ভিশন ও মিশন

ভিশন : খনিজ সম্পদের উন্নয়ন, নিয়ন্ত্রণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা।

মিশন : খনি ও খনিজ (তেল ও গ্যাস ব্যতীত) সম্পদের বিভিন্ন উৎস অনুসন্ধান, উন্নয়ন ও আহরণ, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দারিদ্র্য ও ক্ষুধামুক্ত দেশ গঠন, শিল্পায়ন, টেকসই অবকাঠামো নির্মাণ এবং জ্বালানি নিরাপত্তা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন।

৩.২ প্রতিশ্রুত সেবাসমূহ

৩.২.১ নাগরিক সেবা

ক্র. নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	সেবা প্রদানকারীর নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ই-মেইল
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১	অনুসন্ধান লাইসেন্স প্রদান	ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের আবেদন প্রাপ্তির পর আবেদন অনুমোদনের লক্ষ্যে সরকারের নিকট অগ্রবর্তীকরণের পূর্বে পরিচালক নিজে বা তৎকর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত কোন বিশেষজ্ঞ/কর্মকর্তার মাধ্যমে অনুসন্ধান লাইসেন্স এর জন্য আবেদনকৃত এলাকা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য সরেজমিন তদন্ত করা হয়। অনুমোদনযোগ্য হলে সরকারের অনুমোদনের জন্য জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে বিধি অনুযায়ী আবেদনকারীর সাথে অনুসন্ধান লাইসেন্স চুক্তি সম্পাদন করে মঞ্জুরি প্রদান করা হয়।	(ক) আবেদন ফি প্রদানের ট্রেজারি চালানের মূল কপি; (খ) ২০০ (দুইশত) হেক্টরের বেশি নয় এরূপ এলাকার জন্য ৫ (পাঁচ) কপি মৌজা ম্যাপ/ স্কেচ প্লান এবং যদি এলাকা ২০০ (দুইশত) হেক্টরের অধিক হয় তাহলে শুধু জরিপ অধিদপ্তরের টপোগ্রাফিক শিট /এলজিইডি মানচিত্র (স্কেল-১:৫০,০০০) হতে প্রস্তুতকৃত আবেদিত এলাকা, অক্ষাংশ, দ্রাঘিমাংশ প্রদর্শনপূর্বক স্কেচ ম্যাপ; (গ) মালিকের নামসহ আবেদনকৃত জমির তফসিল; (ঘ) স্থানীয় আবেদনকারীর ক্ষেত্রে আবেদনকারী/পরিচালক/অংশীদারগণের গেজেটেড অফিসার কর্তৃক সত্যায়িত ৩ (তিন) কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি; (ঙ) স্থানীয় আবেদনকারীর ক্ষেত্রে আবেদনকারী/পরিচালক/ অংশীদারদের জাতীয়তা ও নাগরিকত্বের সনদ এবং বিদেশি কোম্পানির ক্ষেত্রে তাদের কার্যকর পাসপোর্টের প্রামাণিক কপি; (চ) স্থানীয় আবেদনকারীর ক্ষেত্রে ব্যাংক স্বচ্ছলতার সনদ, ট্রেড লাইসেন্স এবং টি,আই,এন সনদ; (ছ) বিদেশি কোম্পানির ক্ষেত্রে ২ (দুই) কপি সংঘ স্মারক ও সংঘ বিধি এবং প্রসপেক্টাস বা অংশীদারি দলিল বা সমমানের যে কোন আইনানুগ প্রমাণপত্র; (জ) বিদেশি কোম্পানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশে কোম্পানির নিবন্ধনের সনদ।	বিনামূল্যে	৬০ কার্য দিবস	১। জনাব মোঃ মামুনুর রশীদ উপপরিচালক ফোন: +৮৮০২-৯৩৪৩৬৬৮ মোবাইল : ০১৭১২৭৭৯৬২৬ E-mail: ddadmin@bomd.gov.bd ২। জনাব মোঃ মাহফুজুর রহমান উপপরিচালক(খনি ও খনিজ) (চ.দা.) ফোন : ৮৩৯১৪৩৮ মোবাইল : ০১৭৩৭-৭৭৭৩০৫ E-mail: ddmine@bomd.gov.bd

২	খনি ইজারা প্রদান	ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের আবেদন প্রাপ্তির পর আবেদন অনুমোদনের জন্য সরকারের নিকট অগ্রবর্তীকরণের পূর্বে পরিচালক নিজে বা তদকর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত কোন বিশেষজ্ঞ/কর্মকর্তার মাধ্যমে অনুসন্ধান লাইসেন্স এর জন্য আবেদনকৃত এলাকা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য সরেজমিন তদন্ত করা হয়। অনুমোদনযোগ্য হলে সরকারের অনুমোদনের জন্য জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে বিধি অনুযায়ী আবেদনকারীর সাথে অনুসন্ধান লাইসেন্স চুক্তি সম্পাদন করে মঞ্জুরি প্রদান করা হয়।	(ক) আবেদন ফি প্রদানের ট্রেজারি চালানের মূল কপি; (খ) ২০০ (দুইশত) হেক্টরের বেশি নয় এমন এলাকার জন্য ৫ (পাঁচ) কপি মৌজা ম্যাপ/স্কেচ ম্যাপ এবং যদি এলাকা ২০০ (দুইশত) হেক্টরের অধিক হয় তাহলে শুধু জরিপ অধিদপ্তরের টপোগ্রাফিক শিট/এলজিইডি মানচিত্র (স্কেল-১:৫০,০০০) হতে প্রস্তুতকৃত আবেদিত এলাকা, অক্ষাংশ, দ্রাঘিমাংশ প্রদর্শনপূর্বক স্কেচ ম্যাপ; (গ) মালিকের নামসহ আবেদনকৃত জমির তফসিল; (ঘ) অংশীদারি ফার্মের ক্ষেত্রে অংশীদারি দলিলের একটি প্রামাণিক কপি; (ঙ) সীমিতদায় কোম্পানির ক্ষেত্রে কোম্পানির নিগমিতকরণ/ নিবন্ধন সনদের সত্যায়িত কপিসহ সংঘ স্মারক এবং সংঘ বিধি এবং প্রসপেক্টাস বা সমমানের আইনগত দলিলের দুইটি করে কপি; (চ) স্থানীয় আবেদনকারীর ক্ষেত্রে আবেদনকারী/ পরিচালক/ অংশীদারগণের গেজেটেড অফিসার কর্তৃক সত্যায়িত ৩ (তিন) কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি; (ছ) স্থানীয় আবেদনকারীর ক্ষেত্রে আবেদনকারী/পরিচালক/ অংশীদারগণের জাতীয়তা ও নাগরিকত্বের সনদ এবং বিদেশি কোম্পানির ক্ষেত্রে আবেদনকারী/পরিচালক/অংশীদারগণের হালনাগাদ/কার্যকর পাসপোর্টের প্রামাণিক কপি; (জ) স্থানীয় আবেদনকারীর ক্ষেত্রে ব্যাংক স্বচ্ছলতার সনদ, ট্রেড লাইসেন্স এবং টি,আই,এন সনদ; (ঝ) বিদেশি নাগরিক বা বিদেশি কোম্পানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশে নিবন্ধনের দালিলিক প্রমাণ।	বিনামূল্যে	৬০ কার্য দিবস	জনাব মোঃ মাহফুজুর রহমান উপপরিচালক (খনি ও খনিজ) (চ.দা.) ফোন : ৮৩৯১৪৩৮ মোবাইল : ০১৭৩৭-৭৭৭৩০৫ E-mail: ddmine@bomd.gov.bd

			খনি ইজারার ক্ষেত্রে উপর্যুক্ত দলিলপত্র ছাড়াও অতিরিক্ত হিসেবে নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি সরবরাহ করতে হয়। যথা : (ক) খনিজ সম্পদ আহরণ এবং পরিচালনার জন্য কারিগরি যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত একটি পূর্ণাঙ্গ খনি খনন পরিকল্পনা; (খ) খনি খনন পরিকল্পনায় নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকবে, যথা: (১) খনি বাস্তবায়নকালে নির্বাহিতব্য ব্যয়ের বিবরণ; (২) এলাকার বিস্তারিত ভূতাত্ত্বিক বিবরণসহ খনিজের মজুদপ্রদর্শনপূর্বক ১ (এক) সেন্টিমিটার: ১ (এক) কিলোমিটার স্কেলের মানচিত্র; (৩) অবস্থান, প্রধান মজুদসমূহের বিবরণ এবং ভূপৃষ্ঠস্থ ভূতাত্ত্বিককাঠামো বা বেসিনের আকার প্রদর্শনপূর্বক মানচিত্র; (৪) সমীক্ষা প্রতিবেদনের ভিত্তিতে প্রমাণিত বা সম্ভাব্য মজুদের পরিমাণ; (৫) ন্যূনতম উৎপাদন হার; (৬) ব্যবহার্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামসহ খনন পদ্ধতি; (৭) খনি খননের বিভিন্ন স্তরে কারিগরি যোগ্যতা সম্পন্ন জনবলের বিবরণ; (৮) রাস্তাঘাট ও অন্যান্য ভূপৃষ্ঠস্থ ও ভূগর্ভস্থ স্থাপনা। যেমন: গুদাম এবং ল্যাম্প রুম, ওয়ার্কশপ, খনিজ উপযোগীকরণ প্লান্ট, অফিস, আবাসন ও বিনোদন স্থান ইত্যাদির অবস্থান প্রদর্শনপূর্বক মানচিত্র; এবং (৯) খনি খনন পরিকল্পনার বিভিন্ন পর্যায়ের সম্ভাব্য ব্যয়। (গ) খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২- এর অধীন প্রদেয় রয়্যালটি, বাৎসরিক ফি ও অন্যান্য বকেয়া প্রদান নিশ্চিত			

			করবার জন্য দফা (খ) এর অধীন দাখিলকৃত খনি খনন পরিকল্পনায় উল্লিখিত সম্ভাব্য ব্যয়ের ৩% ব্যাংক গ্যারান্টি;এবং (ঘ) পরিবেশগত ছাড়পত্র (ইসিসি)।			

৩ (ক)	কোয়ারি ইজারা প্রদান (গেজেটভুক্ত সরকারি খাস খতিয়ানভুক্ত জমি)	**সরকারি খাস খতিয়ানভুক্ত সিলিকাবালু, সাধারণ পাথর/ বালু মিশ্রিত পাথর কোয়ারি ইজারা পদ্ধতি:** সরকারি খাস খতিয়ানভুক্ত সিলিকাবালু, সাধারণ পাথর/ বালু মিশ্রিত পাথর কোয়ারিসমূহ ১লা বৈশাখ হতে পরবর্তী ২ (দুই) বছরের জন্য ইজারা প্রদানের লক্ষ্যে বিধি অনুযায়ী জেলা কমিটি কর্তৃক উন্মুক্ত দরপত্র আহ্বান করা হয়। দরপত্র জারীর পর প্রাপ্ত দরপত্রসমূহ ইজারা সংক্রান্ত জেলা কমিটি কর্তৃক যাচাই-বাছাই শেষে সর্বোচ্চ দরদাতার অনুকূলে ইজারা প্রদানের সুপারিশ ব্যুরোতে প্রেরণ করে। ব্যুরো কর্তৃক উক্ত সুপারিশ সরকারের অনুমোদনের জন্য জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ তথা সরকার বরাবর প্রেরণ করা হয়। সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হলে সর্বোচ্চ দরদাতাকে সম্পূর্ণ ইজারামূল্য, ইজারামূল্যের উপর ভ্যাট ও আয়কর এবং বিধি মোতাবেক নিরাপত্তা জামানতের অর্থ ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে	(ক) দরপত্র বিজ্ঞপ্তির শর্তানুযায়ী প্রয়োজনীয় সকল কাগজপত্র; (খ) দরপত্র বিজ্ঞপ্তির কপি, কোয়ারি ইজারা সংক্রান্ত জেলা কমিটির সভার কার্যবিবরণীসহ জেলা কমিটির সুপারিশ।	বিনামূল্যে	সরকারের অনুমোদন প্রাপ্তির পর ১৫ কার্য দিবস	১। জনাব মোঃ মামুনুর রশীদ উপপরিচালক ফোন: +৮৮০২-৯৩৪৩৬৬৮ মোবাইল : ০১৭১২৭৭৯৬২৬ E-mail: ddadmin@bomd.gov.bd ২। জনাব মোঃ মাহফুজুর রহমান উপপরিচালক (খনি ও খনিজ) (চ.দা.) ফোন : ৮৩৯১৪৩৮ মোবাইল : ০১৭৩৭-৭৭৭৩০৫ E-mail: ddmine@bomd.gov.bd ৩। জনাব আজিজুল হক সহকারী পরিচালক (ভূ-রসায়ন) ফোন : ৫৫১৩০৬০৭ মোবাইল : ০১৭৪৪৪৯৬৬০৫ E-mail: adgeochem@bomd.gov.bd

		ব্যুরোর নির্দিষ্ট কোডে জমা দেয়ার জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়। সর্বোচ্চ দরদাতার নিকট হতে সম্পূর্ণ ইজারামূল্য ও অন্যান্য নির্ধারিত পাওনাদি অগ্রিম প্রাপ্তি সাপেক্ষে ইজারাগ্রহীতার সাথে বিধি অনুযায়ী কোয়ারি ইজারাচুক্তি সম্পাদন করে ইজারা মঞ্জুরীপত্র ও কার্যাদেশ প্রদান করা হয়।				

৩(খ)	কোয়ারি ইজারা প্রদান (ব্যক্তি মালিকানাধীন ভূমি)	**ব্যক্তিমালিকানাধীন জমিতে সিলিকাবালু, সাধারণ পাথর/বালু মিশ্রিত পাথর কোয়ারি ইজারা পদ্ধতি:** ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের আবেদন প্রাপ্তির পর পরিচালক এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা আবেদনের সাথে দাখিলকৃত কাগজপত্র বিধি মোতাবেক যথার্থ কিনা তা যাচাই-বাছাই করে যথার্থ হলে বিধি মোতাবেক মূল্য নির্ধারণের লক্ষ্যে জিএসবি এবং স্থানীয় প্রশাসনের প্রতিনিধি মনোনয়নের জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়। প্রতিনিধি মনোনয়ন পাওয়ার পর বিএমডি, জিএসবি এবং স্থানীয় প্রশাসনের প্রতিনিধি সমন্বয়ে আবেদনকৃত এলাকা সরেজমিন পরিদর্শন করে জমির মালিকানা, ধরণ ইত্যাদি যাচাই-বাছাই এবং স্থানীয় বাজার দর মোতাবেক কোয়ারি ইজারামূল্য নির্ধারণ করা হয়। অতঃপর সকল কাগজপত্রসহ ধার্যকৃত মূল্যে ইজারা প্রদানের লক্ষ্যে অনুমোদনের জন্য জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ তথা সরকার বরাবর প্রেরণ করা হয়। সরকারের অনুমোদন প্রাপ্তির পর	(ক) আবেদন ফি প্রদানের ট্রেজারি চালানের মূল কপি; (খ) ২০০ (দুইশত) হেক্টরের বেশী নয় এমন এলাকার জন্য ৫ (পাঁচ)কপি মৌজা ম্যাপ/স্কেচ প্লান এবং যদি এলাকা ২০০ (দুইশত) হেক্টরের অধিক হয় তা হলে শুধু জরিপ অধিদপ্তরের টপোগ্রাফিক শিট/এলজিইডি মানচিত্র (স্কেল-১:৫০,০০০) হতে প্রস্তুতকৃত আবেদিত এলাকা, অক্ষাংশ, দ্রাঘিমাংশ প্রদর্শনপূর্বক স্কেচ ম্যাপ; (গ) মালিকের নামসহ আবেদনকৃত জমির তফসিল; (ঘ)অংশীদারি ফার্মের ক্ষেত্রে অংশীদারি দলিলের একটি প্রামানিক কপি: (ঙ)সীমিতদায় কোম্পানির ক্ষেত্রে কোম্পানির নিগমিতকরণ/ নিবন্ধন সনদের একটি সত্যায়িত কপিসহ সংঘ স্মারক এবং সংঘবিধি এবং প্রসপেক্টাস বা সমমানের আইনগত দলিলের দুইটি করে কপি। (চ) স্থানীয় আবেদনকারীর ক্ষেত্রে আবেদনকারী/ পরিচালক/ অংশীদারগণের গেজেটেড অফিসার কর্তৃক সত্যায়িত ৩ (তিন) কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি; (ছ) স্থানীয় আবেদনকারীর ক্ষেত্রে আবেদনকারী/ পরিচালক/ অংশীদারগণের জাতীয়তা ও নাগরিকত্বের সনদ এবং বিদেশি কোম্পানির ক্ষেত্রে আবেদনকারী/পরিচালক/অংশীদারগণের হালনাগাদ/ কার্যকর পাসপোর্টের প্রামাণিক কপি; (জ) স্থানীয় আবেদনকারীর ক্ষেত্রে ব্যাংক স্বচ্ছলতার সনদ, ট্রেড লাইসেন্স এবং টি,আই,এন সনদ;	বিনামূল্যে	৬০ কার্য দিবস	১। জনাব মোঃ মাহফুজুর রহমান উপপরিচালক(খনি ও খনিজ) (চ.দা.) ফোন : ৮৩৯১৪৩৮ মোবাইল : ০১৭৩৭-৭৭৭৩০৫ E-mail: ddmine@bomd.gov.bd ২। জনাব আজিজুল হক সহকারী পরিচালক (ভূ-রসায়ন) ফোন : ৫৫১৩০৬০৭ মোবাইল : ০১৭৪৪৪৯৬৬০৫ E-mail: adgeochem@bomd.gov.bd

		আবেদনকারীর নিকট হতে সম্পূর্ণ ইজারামূল্য, নিরাপত্তা জামানত ও অন্যান্য নির্ধারিত সরকারি পাওনাদি অগ্রিম প্রাপ্তি সাপেক্ষে আবেদনকারীর সাথে বিধি অনুযায়ী কোয়ারি ইজারাচুক্তি সম্পাদন করে আবেদনকারীর অনুকূলে ইজারা মঞ্জুরীপত্র ও কার্যাদেশ প্রদান করা হয়।	(ঝ) বিদেশি নাগরিক বা বিদেশি কোম্পানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশে নিবন্ধনের দালিলিক প্রমাণ; (ট) ব্যুরোর তালিকাভুক্ত একজন পরামর্শক ভূতত্ত্ববিদ কর্তৃক প্রদত্ত ৩ (তিন) কপি ভূতাত্ত্বিক প্রতিবেদন।			

ক্র নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	সেবা প্রদানকারীর পদবি, ফোন নম্বর ও ই-মেইল
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
৩(গ)	সাদামাটি কোয়ারি ইজারা প্রদান	গেজেটে প্রকাশিত খাস খতিয়ানভুক্ত জমিতে সাদামাটি কোয়ারি ইজারা প্রদানের লক্ষ্যে আগ্রহী ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে দরখাস্ত আহ্বান করে বহুল প্রচারিত একটি জাতীয় দৈনিক ও একটি স্থানীয় দৈনিক পত্রিকায় গণবিজ্ঞপ্তি জারী করা হয়। বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পরই এর কপি সংশিষ্ট জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর প্রেরণ করা হয়। মনিটরিং কমিটি কর্তৃক গণবিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রাপ্ত আবেদনপত্রসমূহ যাচাই-বাছাই করে প্রাথমিকভাবে গ্রহণযোগ্য আবেদনপত্রসমূহের তালিকা প্রস্তুত করা হয়। অতঃপর আবেদনকৃত কোয়ারি সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ যাচাই-বাছাই করে এলাকা চিহ্নিত করে এলাকার চতুঃসীমা নির্ধারণক্রমে মনিটরিং কমিটি ইজারার বিষয়ে সুস্পষ্ট মতামত/ সুপারিশ সম্বলিত প্রতিবেদন বিএমডি বরাবর দাখিল করে। মনিটরিং কমিটির সুপারিশের আলোকে সরকারের অনুমোদনক্রমে আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ অনুযায়ী ইজারা প্রদান করা হয়। ব্যক্তি	(ক) যথাযথভাবে পূরণকৃত নির্ধারিত আবেদনপত্র। (খ) আবেদন ফরম ক্রয়ের ১০০০/- (এক হাজার) টাকার মূল রসিদ। (গ) ২০,০০০/-(বিশ হাজার) টাকার আবেদন ফি (অফেরতযোগ্য) বাবদ জমাকৃত চালানের মূলকপি। (ঘ) পাসপোর্ট সাইজের ৩ (তিন) কপি সত্যায়িত ছবি। (ঙ) ব্যাংক সলভেন্সি সনদের সত্যায়িত কপি। (চ) জাতীয় পরিচয়পত্রের সত্যায়িত কপি। (ছ) টিআইএন এর সত্যায়িত কপি। (জ) মৌজা ম্যাপ ৩ (তিন) কপি। (ঝ) টপোগ্রাফিক্যাল ম্যাপ ৩ (তিন) কপি। (ঞ) ভূ-তাত্ত্বিক প্রতিবেদন ৩ (তিন) কপি। (ট) ব্যক্তি মালিকানাধীন জমির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার (ভূমি)-এর প্রত্যয়নপত্র। (ঠ) নামজারীর সত্যায়িত কপিসহ জমির মালিকানার প্রমাণপত্র (ব্যক্তি মালিকানাধীন জমির ক্ষেত্রে)। * আবেদনকারীকে চূড়ান্ত ইজারা মঞ্জুরীপত্র প্রাপ্তির পূর্বে পরিবেশ অধিদপ্তর হতে পরিবেশগত ছাড়পত্র (ECC) গ্রহণ করে তা	বিনামূল্যে	৬০ কার্য দিবস	জনাব মোঃ মামুনুর রশীদ উপপরিচালক ফোন: +৮৮০২-৯৩৪৩৬৬৮ E-mail: ddadmin@bomd.gov.bd

৩	কোয়ারি ইজার‍্যা নির্ধারণ	ব্যুরো, বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি) ও সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধিগণ কর্তৃক যৌথভাবে নির্ধারণ করা হয়।	বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি) ও সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধি মনোনয়ন সংক্রান্ত পত্র।	বিনামূল্যে	প্রতিনিধি মনোনয়ন পাওয়ার পর ১৫ কার্য দিবস	জনাব মোঃ আ: খালেক মল্লিক মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) ফোন : +৮৮০২-৮৩৯১৫৬৭ E-mail: dg@bomd.gov.bd
৪	সিলিকা বালু, সাধারণ পাথর বা বালু মিশ্রিত পাথর কোয়ারি ইজারা প্রদানের লক্ষ্যে গঠিত জেলা কমিটিকে নির্দেশনা প্রদান	খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ, সভা আয়োজন ইত্যাদি বিষয়ে সময়ে সময়ে এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ অনুযায়ী এবং জেলা কমিটির চাহিদা মোতাবেক।	বিনামূল্যে	১৫ কার্য দিবস।	জনাব মোঃ আ: খালেক মল্লিক মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) ফোন : +৮৮০২-৮৩৯১৫৬৭ E-mail: dg@bomd.gov.bd
৫	খনিজ সংক্রান্ত আইন ও বিধিবিধান প্রণয়ন ও সংশোধনে পরামর্শ প্রদান	সময়ে সময়ে সরকারের জারীকৃত নির্দেশনা অনুযায়ী তথ্য/ উপাত্ত প্রেরণ করা হয়।	বিদ্যমান আইন, বিধি-বিধান এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র।	বিনামূল্যে	প্রয়োজনীয় তথ্য প্রাপ্তির পর ১৫ কার্য দিবস।	জনাব মোঃ আ: খালেক মল্লিক মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) ফোন : +৮৮০২-৮৩৯১৫৬৭ E-mail: dg@bomd.gov.bd
৬	খনিজ পদার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিভিন্ন আদালতে দায়েরকৃত মামলা সংক্রান্ত	খনিজ পদার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিভিন্ন আদালতে দায়েরকৃত মামলাসমূহের আদেশ বাস্তবায়ন, সময়মত দফাওয়ারী জবাব প্রেরণ ও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে আপিল দায়েরকরণের বিষয়ে সলিসিটর উইংকে তথ্যাদি প্রেরণ।	রুলের সার্টিফাইড কপি, আরজির কপি, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সরকারের নির্দেশনা।	বিনামূল্যে	প্রয়োজনীয় তথ্য প্রাপ্তির ০৭ কার্য দিবস বা প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী।	জনাব মোঃ আ: খালেক মল্লিক মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) ফোন : +৮৮০২-৮৩৯১৫৬৭ E-mail: dg@bomd.gov.bd

		মালিকানাধীন জমিতে সাদামাটি পাওয়া গেলে জমির মালিক সাদামাটি ব্যবহারকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হলে জমির মালিক বা মালিকের নিকট থেকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির আবেদনের প্রেক্ষিতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে তাঁর অনুকূলে কোয়ারি ইজারা মঞ্জুর করা করা হয়।	বিএমডিতে দাখিল করতে হয়। অন্যথায় আবেদনকারীর অনুকূলে কোনক্রমে চূড়ান্ত ইজারা মঞ্জুরীপত্র প্রদান করা হয় না।			

৩.৩.২ প্রাতিষ্ঠানিক সেবা

ক্র নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	সেবা প্রদানকারীর পদবি, ফোন নম্বর ও ই-মেইল
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১	অনুসন্ধান লাইসেন্স, খনি ইজারা ও কোয়ারি ইজারা অনুমোদনের জন্য সরকারের নিকট প্রস্তাব প্রেরণ	ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের আবেদন প্রাপ্তির পর খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ অনুযায়ী পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এবং প্রয়োজনীয় আনুষঙ্গিক কার্যাদি সম্পাদন করে অনুমোদনের জন্য জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়।	প্রয়োজনীয় সংযুক্তিসহ ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের আবেদন	বিনামূল্যে	১৫ কার্য দিবস।	জনাব মোঃ আ: খালেক মল্লিক মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) ফোন : +৮৮০২-৮৩৯১৫৬৭ E-mail: dg@bomd.gov.bd
২	দেশের বিভিন্ন জেলায় প্রাপ্ত সিলিকা বালু, সাধারণ পাথর বা বালু মিশ্রিত পাথর কোয়ারি ইজারা প্রদানের লক্ষ্যে দরপত্র আহ্বান এবং ইজারা অনুমোদন প্রস্তাব সরকারের নিকট প্রেরণ	সিলিকা বালু, সাধারণ পাথর বা বালু মিশ্রিত পাথর কোয়ারি ইজারা প্রদানের লক্ষ্যে গঠিত জেলা কমিটি কর্তৃক উন্মুক্ত দরপত্র আহ্বান করা হয়। প্রাপ্ত দরপত্রসমূহ যাচাই-বাছাই করে জেলা কমিটি কর্তৃক সুপারিশসহ ব্যুরোতে প্রেরণ করার পর কোয়ারি ইজারা অনুমোদনের জন্য জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়।	(ক) দরপত্র বিজ্ঞপ্তির শর্তানুযায়ী প্রয়োজনীয় সকল কাগজপত্র; (খ) দরপত্র বিজ্ঞপ্তির কপি, কোয়ারি ইজারা সংক্রান্ত জেলা কমিটির সভার কার্যবিবরণীসহ জেলা কমিটির সুপারিশ।	বিনামূল্যে	জেলা কমিটির সুপারিশ পাওয়ার পর ১৫ কার্য দিবস।	জনাব মোঃ আ: খালেক মল্লিক মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) ফোন : +৮৮০২-৮৩৯১৫৬৭ E-mail: dg@bomd.gov.bd

৩.৩.৩ অভ্যন্তরীণ সেবা

ক্র. নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	সেবা প্রদানকারীর পদবি, ফোন নম্বর ও ই-মেইল
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১	বেতন ভাতাদি প্রদান	সি.এ.এফ.ও এর বেতন নির্ধারণী সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি-বিধান অনুযায়ী	বিল ভাউচার খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো	সরকারী বিধি অনুযায়ী	সি.এ.এফ.ও কর্তৃক বিল পাশ সাপেক্ষে অনতিবিলম্বে	মোসাঃ মাহবুবা খাতুন সহকারী পরিচালক (ভূতত্ত্ব) ফোন : ৫৫১৩০৬০৮ মোবাইল : ০১৭২২-৬২০০৪১ E-mail: adgeo@bomd.gov.bd
২	কর্মচারীদের পদোন্নতি প্রদান	সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিবিধান অনুযায়ী	সংশ্লিষ্ট তথ্য-উপাত্ত খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো	সরকারী বিধি অনুযায়ী	বিভাগীয় পদোন্নতি কমিটির সুপারিশের পর ০৭ কার্য দিবস	জনাব মোঃ আ: খালেক মল্লিক মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) ফোন : +৮৮০২-৮৩৯১৫৬৭ E-mail: dg@bomd.gov.bd
৩	ছুটি, জিপিএফ, পেনশন (ব্যক্তিগত প্রাপ্যতা)	সি.এ.এফ.ও এর প্রত্যয়ন এবং আবেদন সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি-বিধান অনুযায়ী	সি.এ.এফ.ও এর প্রত্যয়ন পত্র, আবেদনপত্র খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো	সরকারী বিধি অনুযায়ী	আনুষঙ্গিক তথ্যাদি প্রাপ্তির পর ০৭ কার্য দিবস	জনাব মোঃ আ: খালেক মল্লিক মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) ফোন : +৮৮০২-৮৩৯১৫৬৭ E-mail: dg@bomd.gov.bd
৪	কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি/ পেশাগত উন্নয়ন	চাহিদা/ প্রাপ্যতা তালিকা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা বিনিময়।	সংশ্লিষ্ট তথ্য-উপাত্ত খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো	সরকারী বিধি অনুযায়ী	মনোনয়ন আদেশ জারির পর সিডিউল অনুযায়ী	জনাব মোঃ আ: খালেক মল্লিক মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) ফোন : +৮৮০২-৮৩৯১৫৬৭ E-mail: dg@bomd.gov.bd

৩.৪ অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা (GRS)

সেবা প্রাপ্তিতে অসন্তুষ্ট হলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করুন। তার কাছ থেকে সমাধান পাওয়া না গেলে নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে যোগাযোগ করে আপনার সমস্যা অবহিত করুন।

ক্র. নং	কখন যোগাযোগ করবেন	কার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন	যোগাযোগের ঠিকানা	নিষ্পত্তির সময়সীমা
১	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সমাধান দিতে না পারলে	অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা (অনিক)	পরিচালক বিএমডি ফোন : +৮৮০২-২২২২২৬১৯৪ ই-মেইল : director@bomd.gov.bd	৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবস
২	অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা নির্দিষ্ট সময়ে সমাধান দিতে না পারলে	আপিল কর্মকর্তা	যুগ্মসচিব (প্রশাসন) জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ ফোন : +৮৮০২-৯৫৪৬৩০৮ ই-মেইল : jsadmin@emrd.gov.bd	২০ (বিশ) কার্যদিবস
৩	আপিল কর্মকর্তা নির্দিষ্ট সময়ে সমাধান দিতে না পারলে	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অভিযোগ ব্যবস্থাপনা সেল	অভিযোগ গ্রহণ কেন্দ্র ৫ নং গেট, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা web : www.grs.gov.bd	৬০ (ষাট) কার্যদিবস

৩.৫ আপনার (সেবা গ্রহীতার) কাছে আমাদের (খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরোর) প্রত্যাশা

ক্র নং	প্রতিশ্রুতি/কাঙ্খিত সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে করণীয়
১	স্বয়ংসম্পূর্ণ আবেদন জমা প্রদান
২	যথাযথ প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় ফিস পরিশোধ করা
৩	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মোবাইল মেসেজ/ই-মেইলের নির্দেশনা অনুসরণ করা
৪	সাক্ষাতের জন্য নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই উপস্থিত থাকা
৫	অনাবশ্যক ফোন/তদবির না করা

৪.০ সাংগঠনিক কাঠামো

মহাপরিচালক
০১ *মহাপরিচালক
০১ *সীটলিপিকার-কাম-কম্পিউটার অপারেটর
০১ *কম্পিউটার অপারেটর/পি.এ
০১ *অফিস সহায়ক/ফিল্ডম্যান
পরিচালক
০১ *পরিচালক
০১ *কম্পিউটার অপারেটর/পি.এ
০১ *অফিস সহায়ক/ফিল্ডম্যান
পরিচালক (খনি ও খনিজ)
০১ *পরিচালক (খনি ও খনিজ)
০১ *কম্পিউটার অপারেটর/পি.এ
০১ *অফিস সহায়ক/ফিল্ডম্যান
উপপরিচালক (প্রশাসন/অর্থ ও পরিকল্পনা)
০১ * উপপরিচালক (প্রশাসন/অর্থ ও পরিকল্পনা)
০১ * সহকারী পরিচালক
০১ * সহকারী পরিচালক (ভূতত্ত্ব)
০১ * তত্ত্বাবধায়ক
০১ * হিসাবরক্ষক
০২ * অফিস সহকারি -কাম -কম্পিউটার অপারেটর
০২ * ড্রাইভার
০১ * জারিকারক
০২ *অফিস সহায়ক/ফিল্ডম্যান
০২ * নিরাপত্তাকর্মী
০১ *পরিচ্ছন্নতাকর্মী
উপপরিচালক (খনি ও খনিজ)
০১ * উপপরিচালক (খনি ও খনিজ)
০১ * সহকারী পরিচালক (ভূ -পদার্থ)
০১ * সহকারী পরিচালক (ভূ -রসায়ন)
০১ * সহকারী পরিচালক (খনি প্রকৌশল)
০১ * উচ্চমান সহকারী
০১ * ড্রাফ্টসম্যান
০১ * সার্ভেয়ার
০১ * ল্যাব এসিস্ট্যান্ট/ টেকনিশিয়ান
০৩ * অফিস সহকারী -কাম -কম্পিউটার অপারেটর
০২ *অফিস সহায়ক/ফিল্ডম্যান

৫.০ জনবল কাঠামো

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদের সংখ্যা	নিয়োজিত জনবলের সংখ্যা
১	২	৩	৪
১	মহাপরিচালক	০১	০১
২	পরিচালক	০১	০১
৩	পরিচালক (খনি ও খনিজ)	০১	-
৪	উপ পরিচালক (প্রশাসন/অর্থ ও পরিকল্পনা)	০১	০১
৫	উপ পরিচালক (খনি ও খনিজ)	০১	-
৬	সহকারী পরিচালক	০১	-
৭	সহকারী পরিচালক (ভূতত্ত্ব)	০১	০১
৮	সহকারী পরিচালক (ভূ-পদার্থ)	০১	০১
৯	সহকারী পরিচালক (ভূ-রসায়ন)	০১	০১
১০	সহকারী পরিচালক (খনি প্রকৌশল)	০১	-
১১	তত্ত্বাবধায়ক	০১	-
১২	সাঁটলিপিকার-কাম-কম্পিউটার অপারেটর	০১	০১
১৩	হিসাবরক্ষক	০১	০১
১৪	উচ্চমান সহকারী	০১	-
১৫	ড্রাফটসম্যান	০১	০১
১৬	সার্ভেয়ার	০১	০১
১৭	ল্যাব এসিস্ট্যান্ট/টেকনিশিয়ান	০১	০১
১৮	অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার অপারেটর	০৫	০৩
১৯	কম্পিউটার অপারেটর/পি.এ	০৩	০১
২০	ড্রাইভার	০২	-
২১	অফিস সহায়ক	০২	০২
২২	জারিকারক	০১	০১
২৩	অফিস সহায়ক/ফিল্ডম্যান	০৫	০৩
২৪	নিরাপত্তা কর্মী	০২	০২
২৫	পরিচ্ছন্নতাকর্মী	০১	০১
মোট		৩৮	২৪

৬.০ বর্তমানে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের নামের তালিকা

৬.১ কর্মকর্তাগণের নামের তালিকা

ক্রমিক নং	ছবি	নাম, পদবি, ফোন ও ই-মেইল
০১		জনাব মোঃ আ: খালেক মল্লিক মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) ফোন : +৮৮০২-৮৩৯১৫৬৭ E-mail: dg@bomd.gov.bd
০২		জনাব মোঃ আবুল বাসার সিদ্দিক আকন পরিচালক (যুগ্মসচিব) ফোন : +৮৮০২-২২২২২৬১৯৪ director@bomd.gov.bd
০৩	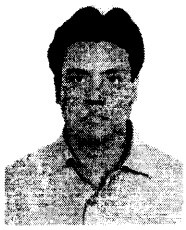	জনাব মোঃ মামুনুর রশীদ উপপরিচালক ০১৭১২-৭৭৯৬২৬ ddadmin@bomd.gov.bd
০৪	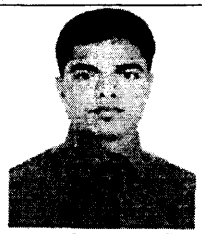	জনাব মোঃ মাহফুজুর রহমান উপপরিচালক (খনি ও খনিজ) (চ.দা.) ০১৭৩৭-৭৭৭৩০৫ ddmine@bomd.gov.bd
০৫		মোসাঃ মাহবুবা খাতুন সহকারী পরিচালক (ভূতত্ত্ব) ০১৭২২-৬২০০৪১ adgeo@bomd.gov.bd
০৬	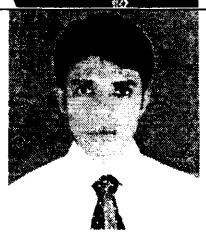	জনাব আজিজুল হক সহকারী পরিচালক (ভূ-রসায়ন) ০১৭৪৪-৪৯৬৬০৫ adgeochem@bomd.gov.bd

৬.২ কর্মচারীগণের নামের তালিকা

০১		জনাব মোঃ লিয়াকত হোসেন মিয়া সাঁটলিপিকার-কাম-কম্পিউটার অপারেটর ০১৯৪০-৩৭২১৮২
০২		নূসরাত জাহান হিসাবরক্ষক ০১৬৭৬-৫২৩৯৫৪
০৩		রিফাত ফেরদৌসী ল্যাব এসিস্ট্যান্ট/টেকনিশিয়ান ০১৯২২-০৮০৮১০
০৪		জান্নাতুল মেওয়া ড্রাফ্টসম্যান ০১৭৫৭-২৪২২৪৬
০৫		জনাব মোঃ নাঈম হোসাইন সার্ভেয়ার ০১৬২৯-০৬৭১০৮
০৬	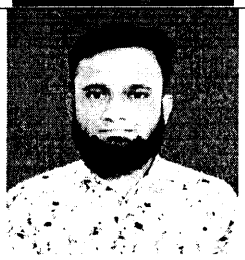	জনাব মোঃ আব্দুর রশীদ কম্পিউটার অপারেটর/পিএ ০১৭৪৯-৭২৫২৬০
০৭	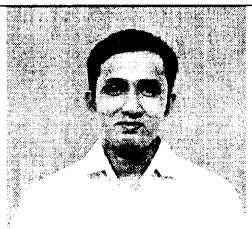	জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটর ০১৭২৪-৩৯১৬৮২

০৮		সাউদা নাসরীন নূরী অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটর ০১৭২৪-৩৯১৬৮২
০৯	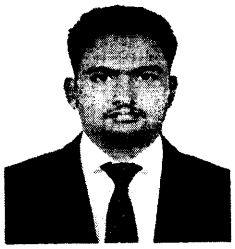	জনাব মোঃ সাগর আলী অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটর ০১৭২৪-৩৯১৬৮২
১০		বেগম রেহানা পারভীন অফিস সহায়ক ০১৯২৫-০০৭০৪৩
১১	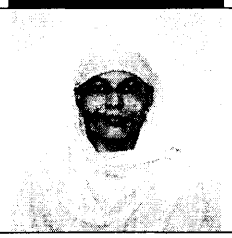	মোসাঃ সালমা অফিস সহায়ক ০১৯৩২-৪২৯৭০০

৬.৩ আউটসোর্সিং-এর মাধ্যমে নিয়োগকৃত কর্মচারী

০১		জনাব মোঃ আব্দুল আজিজ অফিস সহায়ক/ফিল্ডম্যান ০১৭২৪-১০৭৫২৭
০২		জনাব মোঃ কামাল হোসেন অফিস সহায়ক/ফিল্ডম্যান ০১৭৬১-৫২৩৬১৫
০৩		জনাব মোঃ মেহেদী হাসান অফিস সহায়ক/ফিল্ডম্যান ০১৭৫৫-৯৬৯৪৩৭

০৪	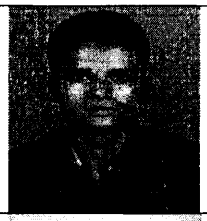	জনাব মোঃ মিনহাজুল ইসলাম অফিস সহায়ক/ফিল্ডম্যান ০১৫১৮-৭৫০১৮৪
০৫		জনাব মোঃ নাসির উদ্দিন সজীব পরিচ্ছন্নতা কর্মী ০১৭৬০-৯২৫১১৯
০৬	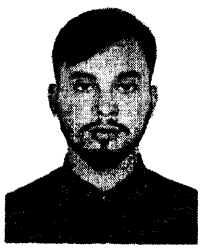	জনাব মোঃ অহিদুল মোল্লা নিরাপত্তাকর্মী ০১৯১৯-০১১২৪৮
০৭		জনাব মোঃ সাইদুল মোল্লা নিরাপত্তাকর্মী ০১৭৭৪-১১৫৫৩১

৭.০ খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ এর আওতায় গঠিত কমিটি

৭.১ সিলিকা বালু, সাধারণ পাথর এবং বালু মিশ্রিত পাথর কোয়ারি ইজারা সংক্রান্ত জেলা কমিটি

৭.১.১ সিলিকা বালু, সাধারণ পাথর এবং বালু মিশ্রিত পাথর কোয়ারি ইজারা প্রদানে সরকারের অনুমোদন জ্ঞাপনের নিমিত্ত সুপারিশ প্রদানের লক্ষ্যে প্রত্যেক জেলায় (পার্বত্য জেলাসমূহ ব্যতীত) গঠিত কমিটি :

১	জেলা প্রশাসক	সভাপতি
২	পুলিশ সুপার	সদস্য
৩	বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
৪	খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরোর একজন প্রতিনিধি	সদস্য
৫	সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার	সদস্য
৬	পরিবেশ অধিদপ্তরের একজন স্থানীয় প্রতিনিধি	সদস্য
৭	বন বিভাগের একজন স্থানীয় প্রতিনিধি	সদস্য
৮	পানি উন্নয়ন বোর্ডের একজন স্থানীয় প্রতিনিধি	সদস্য
৯	বাংলাদেশ রেলওয়ের একজন স্থানীয় প্রতিনিধি (শুধু ভোলাগঞ্জ পাথর কোয়ারির ক্ষেত্রে)	সদস্য
১০	গণপূর্ত অধিদপ্তরের একজন স্থানীয় প্রতিনিধি	সদস্য
১১	স্থানীয় মাননীয় সংসদ সদস্যের মনোনীত একজন প্রতিনিধি	সদস্য
১২	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)	সদস্য সচিব

৭.১.২ সিলিকা বালু, সাধারণ পাথর এবং বালু মিশ্রিত পাথর কোয়ারি ইজারা প্রদানে সরকারের অনুমোদন জ্ঞাপনের নিমিত্ত সুপারিশ প্রদানের লক্ষ্যে পার্বত্য জেলাসমূহের (রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান জেলা) জন্য গঠিত কমিটি:

১	জেলা প্রশাসক	সভাপতি
২	পুলিশ সুপার	সদস্য
৩	বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
৪	খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরোর একজন প্রতিনিধি	সদস্য
৫	সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার	সদস্য
৬	পরিবেশ অধিদপ্তরের একজন স্থানীয় প্রতিনিধি	সদস্য
৭	বন বিভাগের একজন স্থানীয় প্রতিনিধি	সদস্য
৮	পানি উন্নয়ন বোর্ডের একজন স্থানীয় প্রতিনিধি	সদস্য
৯	গণপূর্ত অধিদপ্তরের একজন স্থানীয় প্রতিনিধি	সদস্য
১০	স্থানীয় মাননীয় সংসদ সদস্যের মনোনীত একজন প্রতিনিধি	সদস্য
১১	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)	সদস্য সচিব

৭.২ সাদামাটি কোয়ারির ক্ষেত্রে গঠিত কমিটি

৭.২.১ সাদামাটি উত্তোলন ও বিপণন নির্দেশিকা, ২০১৪ এর ৪ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী গঠিত জেলা মনিটরিং কমিটি:

১	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)	আহ্বায়ক
২	বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
৩	পরিবেশ অধিদপ্তরের একজন স্থানীয় প্রতিনিধি	সদস্য
৪	পুলিশ সুপারের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
৫	খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরোর একজন প্রতিনিধি	সদস্য
৬	বর্ডার গার্ড অব বাংলাদেশের একজন প্রতিনিধি (সীমান্তবর্তী জেলার জন্য)	সদস্য
৭	উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সংশ্লিষ্ট উপজেলা)	সদস্য সচিব

৮.০ খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)-এর কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে গঠিত বিভিন্ন কমিটি

৮.১ খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)-এর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (Annual Performance Agreement) বাস্তবায়ন ও মনিটরিং কমিটি :

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবি	কমিটিতে পদবি
০১	মহাপরিচালক	আহ্বায়ক
০২	জনাব মোঃ আবুল বাসার সিদ্দিক আকন, পরিচালক	সদস্য
০৩	জনাব মোঃ মামুনুর রশীদ, উপপরিচালক	সদস্য
০৪	মোসাঃ মাহবুবা খাতুন, সহকারী পরিচালক (ভূতত্ত্ব)	সদস্য
০৫	জনাব আজিজুল হক, সহকারী পরিচালক (ভূ-রসায়ন)	সদস্য
০৬	জনাব মোঃ মাহফুজুর রহমান, উপপরিচালক (খনি ও খনিজ) (চ.দা.)	সদস্য সচিব

৮.২ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (Annual Performance Agreement) বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা :

ক্রমিক নং	নাম ও পদবি	যোগাযোগের ঠিকানা
০১	মোঃ মাহফুজুর রহমান উপপরিচালক (খনি ও খনিজ) (চ.দা.), বিএমডি ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা	ফোন : ৮৩৯১৪৩৮ মোবা: ০১৭৩৭-৭৭৭৩০৫ ddmine@bomd.gov.bd

৮.৩ খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)-এর গঠিত 'ইনোভেশন টিম'

ক্র. নং	নাম ও পদবি	কমিটিতে পদ	ফোন (দাপ্তরিক ও মোবাইল)	ই-মেইল
১.	জনাব মোঃ আবুল বাসার সিদ্দিক আকন পরিচালক (যুগ্মসচিব)	চিফ ইনোভেশন অফিসার	০২২২২২২৬১৯৪ ০১৭২৬-৩৭৩৫৫৬	director@bomd.gov.bd
২.	জনাব মোঃ মামুনুর রশীদ উপপরিচালক	সদস্য	৯৩৪৩৬৬৮ ০১৭১২-৭৭৯৬২৬	ddadmin@bomd.gov.bd
৩.	জনাব মোঃ মাহফুজুর রহমান উপপরিচালক (খনি ও খনিজ) (চ.দা.)	সদস্য	৫৫১৩০৬০৮ ০১৭২২-৬২০০৪১	ddmine@bomd.gov.bd
৪.	মোসাঃ মাহবুবা খাতুন সহকারী পরিচালক (ভূতত্ত্ব)	সদস্য	৫৫১৩০৬০৭ ০১৭৪৪-৪৯৬৬০৫	adgeo@bomd.gov.bd
৫.	জনাব আজিজুল হক সহকারী পরিচালক (ভূ-রসায়ন)	সদস্য সচিব	৮৩৯১৪৩৮ ০১৭৩৭-৭৭৭৩০৫	adgeochem@bomd.gov.bd

৮.৪ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গঠিত 'নৈতিকতা কমিটি'

ক্র.নং	নাম ও পদবি	কমিটিতে পদ	ফোন (দাপ্তরিক ও মোবাইল)	ই-মেইল
১.	জনাব মোঃ আ: খালেক মল্লিক মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)	আহ্বায়ক	০২-৮৩৯১৫৬৭	dg@bomd.gov.bd
২.	জনাব মোঃ আবুল বাসার সিদ্দিক আকন পরিচালক (যুগ্মসচিব)	সদস্য	০২২২২২২৬১৯৪ ০১৭২৬-৩৭৩৫৫৬	director@bomd.gov.bd
৩.	জনাব মোঃ মামুনুর রশীদ উপপরিচালক	সদস্য	৯৩৪৩৬৬৮ ০১৭১২-৭৭৯৬২৬	ddadmin@bomd.gov.bd
৪.	জনাব মোঃ মাহফুজুর রহমান উপপরিচালক (খনি ও খনিজ) (চ.দা.)	সদস্য	৮৩৯১৪৩৮ ০১৭৩৭-৭৭৭৩০৫	ddmine@bomd.gov.bd
৫.	জনাব আজিজুল হক সহকারী পরিচালক (ভূ-রসায়ন)	সদস্য	৫৫১৩০৬০৭ ০১৭৪৪-৪৯৬৬০৫	adgeochem@bomd.gov.bd
৬.	মোসাঃ মাহবুবা খাতুন সহকারী পরিচালক (ভূতত্ত্ব)	সদস্য সচিব/ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা	৫৫১৩০৬০৮ ০১৭২২-৬২০০৪১	adgeo@bomd.gov.bd

৮.৫ খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)-এর আইসিটি বিষয়ক ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা এবং বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা

নাম ও পদবি	ই-মেইল
জনাব আজিজুল হক সহকারী পরিচালক (ভূ-রসায়ন) ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা	adgeochem@bomd.gov.bd
জনাব মোঃ মাহফুজুর রহমান উপপরিচালক (খনি ও খনিজ) (চ.দা.) বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা	ddmine@bomd.gov.bd

৮.৬ খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)-এর তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বিষয়ক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

নাম ও পদবি	ফোন ও ই-মেইল	মন্তব্য
জনাব মোঃ মাহফুজুর রহমান উপপরিচালক (খনি ও খনিজ) (চ.দা.)	০১৭৩৭-৭৭৭৩০৫ ddmine@bomd.gov.bd	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
জনাব আজিজুল হক সহকারী পরিচালক (ভূ-রসায়ন)	০১৭৪৪-৪৯৬৬০৫ adgeochem@bomd.gov.bd	বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

৮.৭ খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)-এর সিটিজেন চার্টার বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণের লক্ষ্যে গঠিত কমিটি :

ক্র. নং	নাম ও পদবি	কমিটিতে পদ	ফোন (দাপ্তরিক ও মোবাইল)	ই-মেইল
১.	জনাব মোঃ আবুল বাসার সিদ্দিক আকন পরিচালক (যুগ্মসচিব)	আহ্বায়ক	০২২২২২২৬১৯৪ ০১৭২৬-৩৭৩৫৫৬	director@bomd.gov.bd
২.	জনাব মোঃ মামুনুর রশীদ উপপরিচালক	সদস্য	৯৩৪৩৬৬৮ ০১৭১২-৭৭৯৬২৬	ddadmin@bomd.gov.bd
৩.	জনাব মোঃ মাহফুজুর রহমান উপপরিচালক (খনি ও খনিজ) (চ.দা.)	সদস্য	৮৩৯১৪৩৮ ০১৭২২-৬২০০৪১	ddmine@bomd.gov.bd
৪.	জনাব আজিজুল হক সহকারী পরিচালক (ভূ-রসায়ন)	সদস্য	৫৫১৩০৬০৭ ০১৭৪৪-৪৯৬৬০৫	adgeochem@bomd.gov.bd
৫.	মোসাঃ মাহবুবা খাতুন সহকারী পরিচালক (ভূতত্ত্ব)	সদস্য সচিব	৫৫১৩০৬০৮ ০১৭৩৭-৭৭৭৩০৫	adgeo@bomd.gov.bd

৯.০ দেশে আবিষ্কৃত উল্লেখযোগ্য খনিজ সম্পদসমূহ

তেল ও গ্যাস ব্যতীত এখন পর্যন্ত দেশে আবিষ্কৃত প্রধান খনিজ সম্পদসমূহ হলো কয়লা, পিট, কঠিন শিলা, সাধারণ পাথর/বালু মিশ্রিত পাথর, সিলিকা বালু, সাদামাটি, খনিজ বালু, লৌহ আকরিক ইত্যাদি। বিএমডি কর্তৃক বর্তমানে এ সকল খনিজ পদার্থের অনুসন্ধান লাইসেন্স, খনি ইজারা ও কোয়ারি ইজারা প্রদান করা হয়। (সূত্র : জিএসবি-এর ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত)

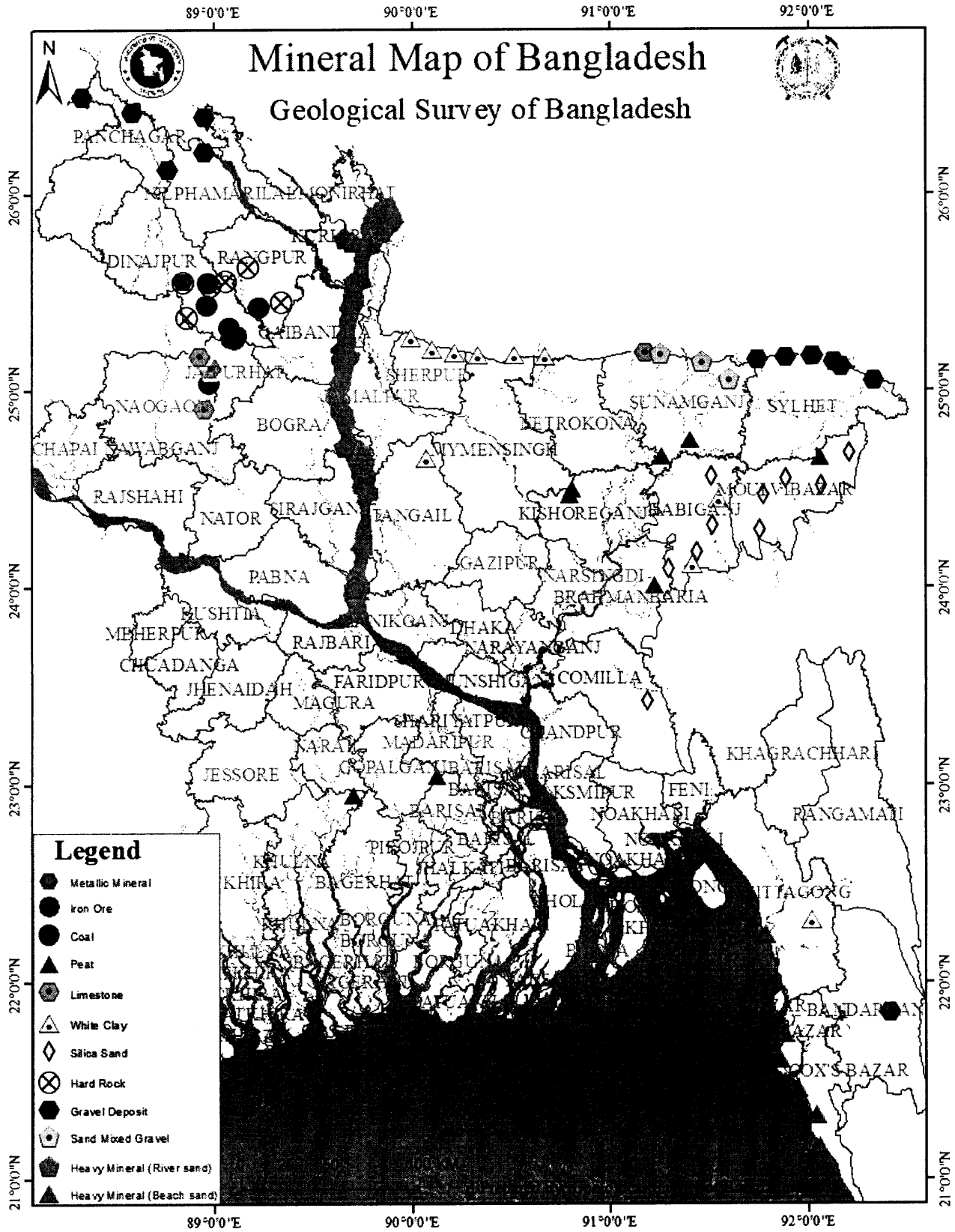

চিত্র : মানচিত্রে বাংলাদেশের খনিজ সম্পদ।

৯.১ কয়লা

বাংলাদেশে এ পর্যন্ত ৫টি কয়লা ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। আবিষ্কৃত ৫টি কয়লাক্ষেত্রে কয়লার মোট মজুদের পরিমাণ আনুমানিক ৩৩০০ মিলিয়ন টন যা প্রায় ৭৮ টিসিএফ প্রাকৃতিক গ্যাসের সমতুল্য। বিদ্যুৎ উৎপাদন ও ইট তৈরিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে জ্বালানি হিসেবে কয়লার ব্যবহার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশে উৎপাদিত কয়লায় সালফারের পরিমাণ অতি সামান্য (০.৫৩%) থাকায় এবং তাপ উৎপাদন ক্ষমতা অধিক হওয়ায় (১১০৪০কিউবিক/পাউন্ড) তা উন্নতমানের কয়লা হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে।

৯.১.১ এক নজরে দেশের ০৫ (পাঁচ) টি কয়লাক্ষেত্রের নাম ও আনুমানিক মজুদ

কয়লাক্ষেত্রের নাম	আবিষ্কারক ও আবিষ্কারের সন	গভীরতা (মিটার)	মজুদ (মে. টন) জিএসবির ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া তথ্য	মজুদ (মে. টন) বিসিএমসিএল ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া তথ্য
বড়পুকুরিয়া, দিনাজপুর	জিএসবি ১৯৮৫	১১৭-৫০৬	৩০০	৩৯০
দিঘীপাড়া, দিনাজপুর	জিএসবি ১৯৯৫	৩২৮-৪৫৫	১৫০	৮৬৫
খালাশপীর, রংপুর	জিএসবি ১৯৮৯	২৯৭-৪৮২	১৪৩	৬৮৫
ফুলবাড়ী, দিনাজপুর	বি.এইচ.পি মিনারেলস ১৯৯৭	১৫০-২৪০	-	৫৭২
জামালগঞ্জ, জয়পুরহাট	জিএসবি ১৯৫৯	৬৪০-১১৫৮	১০৫৩	৫৪৫০

খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি) কর্তৃক ১০-০৭-১৯৯৪ তারিখে দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর উপজেলায় বড়পুকুররিয়া কয়লা খনি থেকে কয়লা উত্তোলনের নিমিত্ত বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা)-এর অনুকূলে খনি ইজারা মঞ্জুরি প্রদান করা হয়। বর্তমানে পেট্রোবাংলার অধীন বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড (BCMCL) এর মাধ্যমে কয়লা উত্তোলন করছে। উক্ত কয়লাক্ষেত্র থেকে ভূ-গর্ভস্থ খনি পদ্ধতিতে (Under Ground Mining Method) কয়লা উত্তোলন অব্যাহত রয়েছে এবং উত্তোলিত কয়লা দ্বারা কয়লা খনি এলাকায় অবস্থিত বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে ৫২৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনসহ উৎপাদিত কয়লা বিক্রি করে সরকারি রাজস্ব আদায় করা হচ্ছে।

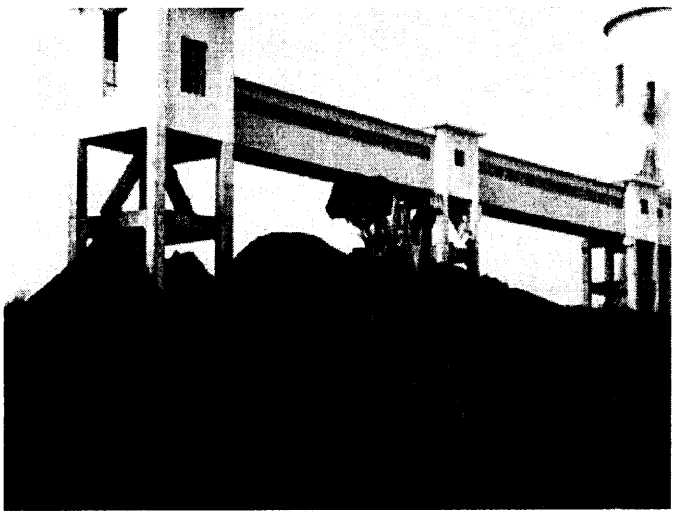

চিত্র : বিসিএমসিএল কর্তৃক উত্তোলিত কয়লা।

৯.১.২ ২০০৫ সালে বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হতে ২০২০-২১ অর্থবছর পর্যন্ত বড়পুকুরিয়ার কোল মাইনিং কোম্পানি লি.কর্তৃক পরিশো৷ ,৩ রয়্যালটি তথ্য (বিসিএমসিএল কর্তৃক ট্রেজারি চালানে পরিশোধিত)

সময়	বিসিএমসিএল কর্তৃক পরিশোধিত রয়্যালটি (টাকায়)
২০০৫-০৬	৫,৫৩,৯৫,৯১৮
২০০৬-০৭ ও ২০০৭-০৮	১৯,৮২,৫৩,৬৩৪.১৮
২০০৮-০৯	২২,৭২,৬১,৬৪৮.৯৩
২০০৯-১০	২৩,৩৪,৪১,১৬৬.৫৮
২০১০-১১	১৯,৩৫,৯৪,৯১৭.৫৫
২০১১-১২	৩৬,৩৬,৮১,২৮৩.১
২০১২-১৩	৩৫,৫৯,৮৭,৯৫৩
২০১৩-১৪	৩২,৪১,৯২,০৯২
২০১৪-১৫	২২,৫৩,৯১,২৯৯
২০১৫-১৬	৩১,৭৮,২৬,০০৮
২০১৬-১৭	৪৩,৬০,৮০,৯৬৯ (বকেয়াসহ)
২০১৭-১৮	৭৮,০৪,০৪,৯৭১ (বকেয়াসহ)
২০১৮-১৯	৩১,৭৩,২৯,১৪১
২০১৯-২০	৭৩,৫৯,৫৩,০০০
২০২০-২১	৬৩,৯৫,৯৩,৭২৭
২০২১-২২	৬৭,৪৬,৬৪,০৬৭
মোট	**৫৪৩,৯৪,৫৮০৬৮.৩৪**

দিনাজপুর জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলার দীঘিপাড়ায় কয়লা অনুসন্ধানের জন্য পেট্রোবাংলার অনুকূলে ২১-১২-২০০৮ তারিখে অনুসন্ধান লাইসেন্স প্রদান করা হয়। অনুসন্ধান কার্যক্রমের অধিকতর উন্নয়ন এবং ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে পেট্রোবাংলার সাথে সম্পাদিত উক্ত অনুসন্ধান চুক্তি ২১-১০-২০১৫ তারিখে বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড (বিসিএমসিএল) এর অনুকূলে হস্তান্তর করা হয়েছে। বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড (বিসিএমসিএল) এর অধীন "Feasibility Study for Development of Dighipara Coal Field at Dighipara, Dinajpur, Bangladesh (1st Revised)" শীর্ষক প্রকল্পের কাজ গত ৩১ মার্চ ২০২০ তারিখে সমাপ্ত হয় এবং MIBRAG Consulting International GmbH, Germany; FUGRO Consult GmbH, Germany এবং Runge Pincock Minarco Limited, Australia নামক তিনটি প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে। দাখিলকৃত ফিজিবিলিটি স্টাডি রিপোর্ট পর্যালোচনার নিমিত্ত বর্তমানে বিসিএমসিএল কর্তৃক রিভিউ করা হচ্ছে।

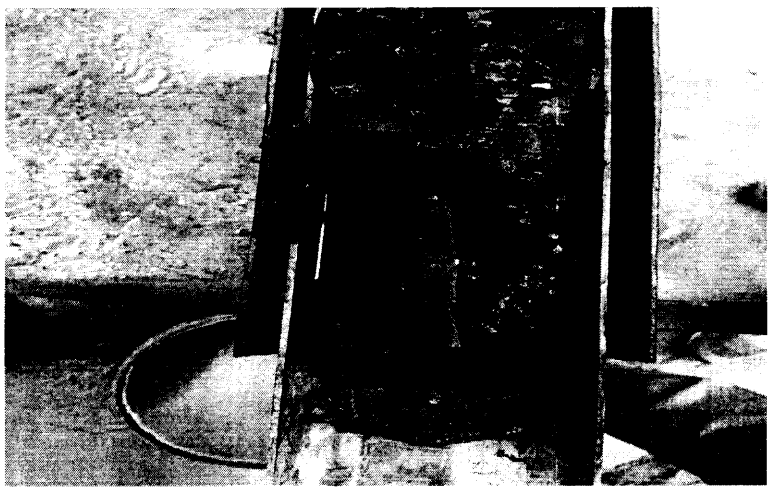

চিত্র : দীঘিপাড়ায় কয়লা অনুসন্ধানের জন্য ফিজিবিলিটি স্টাডি থেকে সংগৃহীত কয়লার নমুনা।

৯.২ পিট

বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি)-এর প্রাথমিক জরিপ অনুযায়ী মাদারীপুর জেলার চান্দা-বাঘিয়া বিল, খুলনা জেলার কোলামৌজা, মৌলভীবাজার জেলার চাতালবিল, হাকালুকি হাওরসহ সুনামগঞ্জ, ও ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার বিজয়নগর উপজেলায় এবং কিশোরগঞ্জ জেলায় পিট কয়লার মজুদ রয়েছে। জ্বালানি হিসাবে গৃহস্থালী কাজে, ইট ভাটা, তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে জ্বালানি সহায়ক হিসেবে পিট কয়লা ব্যবহার করা যায়। প্রাথমিক জরিপ অনুযায়ী দেশে অদ্যাবধি আবিষ্কৃত প্রাপ্ত পিটের মোট মজুদের পরিমাণ প্রায় ৫১০ মিলিয়ন টন।

চিত্র : পিট।

৯.৩ কঠিন শিলা

বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর কর্তৃক ১৯৭৪ সালে দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর উপজেলায় ১২৮ মিটার গভীরতায় আবিষ্কৃত প্রিক্যামব্রিয়ান যুগের ২৫০ কোটি বছরের অতি পুরাতন কঠিন শিলা আবিষ্কৃত হয়। কঠিন শিলা উত্তোলনের লক্ষ্যে বিএমডি গত ১১.০৭.১৯৯৪ তারিখে পেট্রোবাংলার অনুকূলে কঠিন শিলা খনি ইজারা মঞ্জুরি প্রদান করে। বর্তমানে পেট্রোবাংলার অধীন মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড (এমজিএমসিএল) খনি হতে কঠিন শিলা উত্তোলন করছে। এমজিএমসিএল কর্তৃক প্রথমে খনি উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় নভেম্বর/২০০৫ পর্যন্ত সহজাত হিসেবে এবং অক্টোবর/২০০৬ পর্যন্ত Trial/Testing Production এর আওতায় কঠিন শিলা উত্তোলন শুরু হয়। পরবর্তীতে মে/২০০৭ হতে বণিজ্যিকভাবে কঠিন শিলা উত্তোলন কার্যক্রম শুরু হয়ে অদ্যাবধি চলমান রয়েছে। উত্তোলিত কঠিন শিলা দেশের অবকাঠামো উন্নয়নে যথেষ্ট অবদান রাখাসহ সরকারি রাজস্ব আদায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

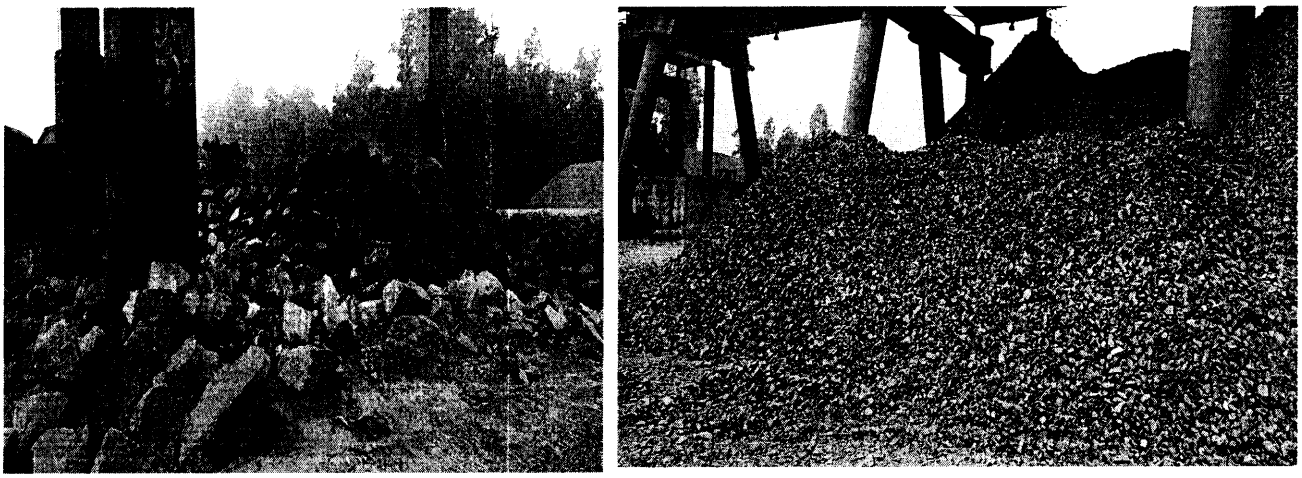

চিত্র : মধ্যপাড়া কঠিন শিলা খনির স্টোন স্টকইয়ার্ড।

৯.৪ সাধারণ পাথর/বালু মিশ্রিত পাথর

তেল ও গ্যাস ব্যতীত দেশে প্রাপ্ত অন্যান্য খনিজ সম্পদসমূহের মধ্যে সাধারণ পাথর/বালু মিশ্রিত পাথর অন্যতম। খনি ও খনিজ সম্পদ (নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন) আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সালের ৩৯ নং আইন) এবং উক্ত আইনের ধারা ৬ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে দেশের সিলেট, সুনামগঞ্জ, পঞ্চগড়, লালমনিরহাট ও বান্দরবান পার্বত্য জেলার সরকারি খাস খতিয়ানভুক্ত জমির পাথর কোয়ারিসমূহ বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি) কর্তৃক জরিপকার্য পরিচালনা করে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক খনিজ সম্পদ হিসেবে গেজেটভুক্ত করা হয়েছে যা ১৪ মার্চ, ২০১৩ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে। গেজেটভুক্ত এলাকা ছাড়াও বর্ণিত জেলাসমূহে এবং নীলফামারী জেলায় ব্যক্তি মালিকানাধীন ভূমিতেও পাথরের মজুদ রয়েছে।

চিত্র : সাধারণ পাথর/বালু মিশ্রিত পাথর কোয়ারিতে স্তূপকৃত পাথর।

৯.৪.১ গেজেটভুক্ত পাথর কোয়ারিসমূহের সংক্ষিপ্ত তথ্য

জেলা	পাথর কোয়ারির সংখ্যা	আয়তন (হেক্টর)
সিলেট	০৮	৯১৪.৯৩
সুনামগঞ্জ	০২	৩০৩.৩১
পঞ্চগড়	১৯	৭১৪.৫৩
লালমনিরহাট	১১	৩২.০২
বান্দরবন পার্বত্য জেলা	১০	-
মোট	৫০	১৯৬৪.৭৯

খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ এর বিধি ৭৮ অনুযায়ী সাধারণ পাথর/বালু মিশ্রিত পাথর কোয়ারি ইজারা সংক্রান্ত জেলা কমিটির সুপারিশ ও সরকারের অনুমোদনক্রমে খাস খতিয়ানভুক্ত পাথর কোয়ারিসমূহ ইজারা প্রদানের বিধান রয়েছে। গত ০৩-১২-২০১৯ খ্রি. তারিখে মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক "পাথর উত্তোলনে সমস্যা নিরসনে সুপারিশ প্রণয়ন কমিটি" গঠনের প্রেক্ষিতে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের ১৮-০২-২০২০ এবং ০২-১১-২০২০ তারিখের নির্দেশনা অনুযায়ী সকল পাথর কোয়ারি ইজারা বন্ধ রয়েছে। খনিমুখে প্রতি ঘনফুট পাথরের মূল্য সিলেট ও সুনামগঞ্জ জেলার জন্য ৪৮ টাকা এবং পঞ্চগড় ও লালমনিরহাট জেলার জন্য ৩৮ টাকা সরকার কর্তৃক নির্ধারণ করা হয়েছে। খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ এর ১১ তম তফসিল মোতাবেক খনি মুখে প্রতি ঘনফুট পাথরের মূল্যের ১৫% হারে রয়্যালটি আদায়ের বিধান রয়েছে। সে হিসেবে সিলেট ও সুনামগঞ্জ জেলার জন্য ৭.২ টাকা এবং পঞ্চগড় ও লালমনিরহাট জেলার জন্য ৫.৭ টাকা হারে সরকার রয়্যালটি পেয়ে থাকে।

৯.৫ সিলিকা বালু

খনি ও খনিজ সম্পদ (নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন) আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সালের ৩৯ নং আইন) এবং উক্ত আইনের ধারা ৪ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে প্রণীত খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ এর বিধি ২(২৫) অনুযায়ী যে সমস্ত বালুতে ৯০% এর অধিক সিলিকন-ডাই-অক্সাইড (SiO_2) রয়েছে সে বালুকে 'সিলিকা বালু' বলা হয়। সিলিকা বালু গ্লাস ও সিরামিক শিল্পে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহারের পাশাপাশি নির্মাণ কাজেও ব্যবহৃত হয়। দেশের সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, কুমিল্লা ও চট্টগ্রাম জেলায় সিলিকা বালু পাওয়া যায়। বিদ্যমান আইন ও বিধিমালার আলোকে সিলেট, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলার সরকারি খাস খতিয়ানভুক্ত জমির সিলিকা বালু কোয়ারিসমূহ বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি) কর্তৃক জরিপকার্য পরিচালনা করে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক খনিজ সম্পদ হিসেবে গেজেটভুক্ত করা হয়েছে, যা ২৭ জুন, ২০১৩ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে। গেজেটভুক্ত এলাকা ছাড়াও বর্ণিত জেলাসমূহে ব্যক্তিমালিকানাধীন জমিতে সিলিকা বালুর মজুদ রয়েছে। গেজেটভুক্ত সিলিকা বালু কোয়ারিসমূহের সংক্ষিপ্ত তথ্য :

জেলা	সিলিকা বালু কোয়ারির সংখ্যা	আয়তন (হেক্টর)
সিলেট	০৩	১০.৭৬
মৌলভীবাজার	৫২	১১৪.১১
হবিগঞ্জ	২৩	২০৭.৪১
সর্বমোট	৭৮	৩৩২.২৮

প্রতিবছর বর্ষা মৌসুমে স্থানীয় ও পাহাড়ি ঢলের দ্বারা কোয়ারিসমূহে সিলিকা বালুর সঞ্চায়ন ঘটায় মজুদের তারতম্য ঘটে। খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ এর বিধি ৭৮ অনুযায়ী সিলিকা বালু কোয়ারি ইজারা সংক্রান্ত জেলা কমিটির সুপারিশ ও সরকারের অনুমোদনক্রমে খাস খতিয়ানভুক্ত/গেজেটভুক্ত সিলিকা বালু কোয়ারিসমূহ ইজারা প্রদানের বিধান রয়েছে। সিলিকা বালু কোয়ারিসমূহ খনিজ সম্পদ হিসেবে তালিকাভুক্ত হওয়ার পর প্রাথমিকভাবে ১৪২১-১৪২২ বাংলা সন হতে খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি) কর্তৃক ইজারা প্রদান কার্যক্রম শুরু করা হয়। ১৪২১-১৪২২ বাংলা সনে ইজারা শুরু করার পর এ পর্যন্ত খাস খতিয়ানভুক্ত এবং ব্যক্তিমালিকানাধীন জমিতে অবস্থিত সিলিকা বালু কোয়ারিসমূহ ইজারা প্রদান করে বিএমডি প্রায় ১৭ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা প্রদান করে। বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতি (বেলা) কর্তৃক মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে দায়েরকৃত রিট পিটিশন নং-২৯৪৮/২০১৬ এ বিজ্ঞ আদালত মৌলভীবাজার জেলার ৫২ টি সিলিকা বালু কোয়ারি ইজারা প্রদানের পূর্বে Environmental Impact Assessment (EIA) প্রণয়নপূর্বক পরিবেশ অধিদপ্তর হতে ছাড়পত্র সংগ্রহ করার নির্দেশনা প্রদান করেন। বিজ্ঞ আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী এবং জেলা প্রশাসনের সুপারিশের প্রেক্ষিতে বিএমডি কর্তৃক প্রস্তাবকৃত এবং জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত ৩৩ টি সিলিকা বালু কোয়ারি পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ অনুযায়ী Environmental Impact Assessment (EIA) প্রণয়ন করে অধিদপ্তর হতে ছাড়পত্র সংগ্রহপূর্বক করে বিএমডিতে দাখিল করার জন্য ইজারা প্রত্যাশীগণকে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। পরিবেশগত ছাড়পত্র দাখিল করা হলে কোয়ারিসমূহ ইজারা প্রদান করা সম্ভব হবে। এ ছাড়া, হবিগঞ্জ জেলার ২৩ টি সিলিকা বালু কোয়ারির মধ্যে বর্তমানে ০৬ টি কোয়ারি ইজারাধীন রয়েছে।

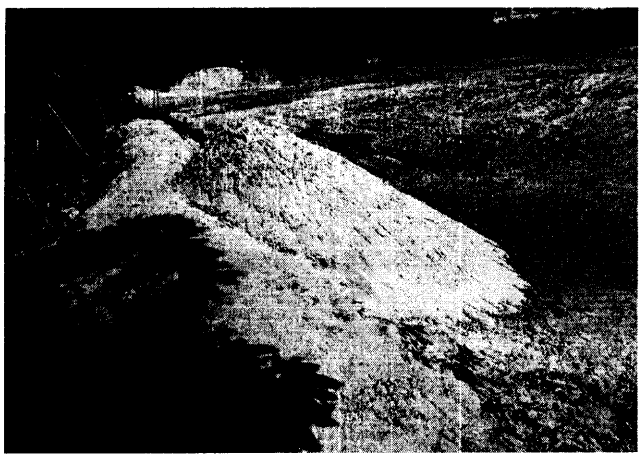

চিত্র : সিলিকা বালু

৯.৬ সাদামাটি

খনি ও খানজ সম্পদ (নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন) আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সালের ৩৯নং আইন) এর ধারা ২(খ)(অ) এর বিধানমতে সিরামিক, রিফ্র্যাক্টরী ও শোষণক্ষম সম্বন্ধীয় জিনিস তৈরীতে ব্যবহৃত ক্লে বা সাদামাটি/চিনামাটি (White Clay/China Clay) একটি খনিজ সম্পদ। খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ এর আলোকে সাদামাটি উত্তোলন ও বিপণন নির্দেশিকা, ২০১৪ প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত নির্দেশিকা অনুযায়ী ৭ (সাত) সদস্য বিশিষ্ট জেলা মনিটরিং কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটি সাদামাটি কোয়ারি ইজারা প্রদান, সাদামাটি উত্তোলন ও অপসারণসহ সকল কার্যক্রম পরিচালনা করে।

সাদামাটি আধুনিক জীবনযাত্রার প্রয়োজনের নিরিখে একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদ। ঘর-গৃহস্থালির নানাবিধ তৈজস সিরামিক সামগ্রী, টাইলস ইত্যাদি ছাড়াও ইনসুলেটর, রিফ্র্যাক্টরী, ঔষধ, কাঁচ ও কাগজ শিল্পে এর ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে। সাদামাটিতে সিলিকন, অ্যালুমিনিয়াম, আয়রন, টিটেনিয়াম, ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম প্রভৃতি রাসায়নিক উপাদানসমূহ রয়েছে। মনিকতাত্ত্বিক (Mineralogical) দিক দিয়ে সাদামাটি/চিনামাটির মূল মনিক কেওলিনাইট (Kaolinite)। প্রযুক্তির দ্রুত রূপান্তর ও নতুন নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবনের ব্যবহারের পরিসর বৃদ্ধি পাওয়ায় সাদামাটির আর্থিক ও ব্যবহারিক উপযোগিতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব, দক্ষিণ-পূর্ব ও পূর্ব এলাকার পাহাড় এবং পাহাড়ের পাদদেশে পাললিক শিলাস্তর (Sedimentary Rock) এ বিদ্যমান এ সাদামাটি দেশের খনিজ সম্পদসমূহের মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। নেত্রকোনা, ময়মনসিংহ, শেরপুর, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও চট্টগ্রাম জেলায় সাদামাটি পাওয়া যায়।

নেত্রকোনা জেলার দূর্গাপুর উপজেলা ও ময়মনসিংহ জেলার ধোবাউড়া উপজেলায় বিভিন্ন মৌজায় সাদামাটির কোয়ারি এলাকায় যে সাদামাটি পাওয়া যায় সে সব সাদামাটির গুণগতমান মোটামুটি ভাল। পরিবেশ অধিদপ্তর হতে গত ২০০৭ সালে এ মর্মে প্রজ্ঞাপন জারী করে যে ''সরকারী, আধা-সরকারী বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের মালিকানাধীন বা দখলাধীন কিংবা ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান বা কোন ব্যক্তি কর্তৃক পাহাড় ও টিলা কর্তন অথবা মোচন নিষিদ্ধ করা হইল। তবে শর্ত থাকে যে, অনিবার্য প্রয়োজনে, পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণ সাপেক্ষে পাহাড় ও টিলা কর্তন অথবা মোচন করা যাইবে''। সে পরিপ্রেক্ষিতে খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো কর্তৃক সাদামাটি কোয়ারিসমূহের কার্যক্রম বন্ধ করা হয়। বর্তমানে ময়মনসিংহ জেলার ধোবাউড়া উপজেলায় ১ (এক) টি প্রতিষ্ঠান রিট পিটিশন এর আদেশে সাদামাটি কোয়ারি কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

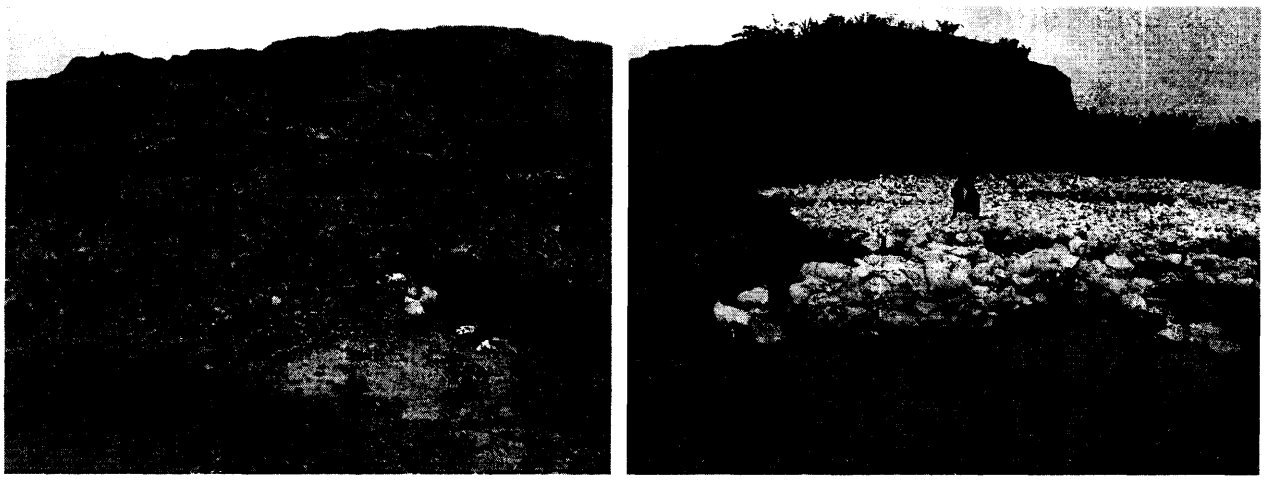

চিত্র : সাদামাটি কোয়ারি।

৯.৭ খনিজ বালু

আমাদের দেশের কক্সবাজার, টেকনাফ, মহেশখালী, পটুয়াখালী, ভোলা অর্থাৎ সমুদ্র উপকূলীয় এলাকায় এবং নদী তীরবর্তী চর এলাকায় খনিজ বালুর সন্ধান পাওয়া যায়। খনিজ বালুর মধ্যে জিরকন, গার্নেট, লিওককসিন, মোনাজাইট, রুটাইল, ইলমেনাইট এবং মেগনেটাইট প্রধান। এ জাতীয় খনিজ বালু অত্যন্ত মূল্যবান এবং এর বহুবিধ ব্যবহার বিদ্যমান। এ খনিজ বালু সাবান, ঔষধ শিল্পে মসৃন ও চকচকে করার কাজে ব্যবহৃত হয়। জিরকন আণবিক/পারমাণবিক চুল্লীর আবরণে ব্যবহৃত হয়। তাপ ও ক্ষয়রোধক কম্পিউটার ডিস্ক, লাইন প্রিন্টার, বৈদ্যুতিক মটর, আণবিক/পারমাণবিক চুল্লীর প্রলেপ, টেলিভিশন টিউবসহ নানাবিধ কাজে ব্যবহার করা হয়। দেশে এ সকল খনিজ বালু নিয়ে এখন পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য অনুসন্ধান ও উত্তোলন বিষয়ে তেমন কোন কাজ হয়নি। বাংলাদেশ আণবিক শক্তি কমিশন খনিজ বালুর উপস্থিতি নিশ্চিত করলেও এসব খনিজ বালুর মাত্রা, বিভিন্ন খনিজ বালুর অনুপাত, এলাকা চিহ্নিতকরণ, পরিবেশের উপর এর প্রভাব, ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে ব্যাপক কোন সমীক্ষা করা হয়নি। গাইবান্ধা জেলার সদর ও ফুলছড়ি উপজেলার অন্তর্গত ব্রহ্মপুত্র-যমুনা নদীর চর এলাকার ৪০০০ (চার হাজার) হেক্টর ভূমিতে খনিজ বালু অনুসন্ধানের লক্ষ্যে ০১-০৯-২০২০ খ্রি. তারিখে এভারলাস্ট মিনারেলস লিমিটেড এর অনুকূলে অনুসন্ধান লাইসেন্স মঞ্জুরি প্রদান করা হয়। বর্তমানে উক্ত এলাকায় খনিজ বালু অনুসন্ধান কার্যক্রম রয়েছে।

৯.৮ লৌহ আকরিক

দিনাজপুর জেলার হাকিমপুর উপজেলাধীন আলীহাট এলাকায় প্রায় ১০ বর্গ কিলোমিটার (১০০০ হেক্টর) ভূমিতে প্রাপ্ত লৌহ আকরিকের প্রি-ফিজিবিলিটি স্টাডি সম্পাদনের নিমিত্ত ২১-১১-২০২১ খ্রি. তারিখে ০২ (দুই) বছর মেয়াদে অনুসন্ধান লাইসেন্স মঞ্জুরি প্রদান করা হয়। বর্তমানে অনুসন্ধান কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

১০.০ অবৈধ/অননুমোদিতভাবে উত্তোলিত খনিজ সম্পদ জব্দ ও নিলামে বিক্রয় সংক্রান্ত কার্যক্রমের বিবরণ

খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ এর বিধি ৯৩(২) অনুযায়ী দেশের কোথাও অবৈধ/অননুমোদিতভাবে খনিজ সম্পদ উত্তোলন/আহরণ করার বিষয়ে বিএমডি অবগত হলে প্রচলিত আইন ও বিধি অনুযায়ী অবৈধ/অননুমোদিতভাবে উত্তোলিত খনিজ জব্দপূর্বক নিলামে বিক্রয় করা হয় এবং অবৈধ কার্যক্রমের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। সেপ্রেক্ষিতে নেত্রকোণা জেলার বিজয়পুরে সাধারণ বালুমহালে বালু উত্তোলনের সময় প্রাপ্ত পাথর উন্মুক্ত নিলামে বিক্রয় করে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে সর্বমোট ২৬,৯৯,০০০ (ছাব্বিশ লক্ষ নিরানব্বই হাজার) এবং নিলাম মূল্যের উপর ১৫% ভ্যাট বাবদ আদায়কৃত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে।

ছবি : নেত্রকোণা জেলার বিজয়পুরে উন্মুক্ত নিলামে জব্দকৃত পাথর বিক্রয়

১১.০ ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বিভিন্ন খনিজ হতে আদায়কৃত রাজস্ব

খনিজের নাম	আদায়কৃত রাজস্ব
কয়লা	৬৭,৪৬,৬৪,০৬৭/-
কঠিন শিলা	১০,৪২,৩৯,৯৯৭/-
সিলিকা বালু	৩০,১৮৮/-
সাধারণ বালু	৮৮,২৬৬/-
সাদামাটি	২২,২৯,০০০/-
অন্যান্য (বার্ষিক ফি/ইজারা ফি, সাধারণ বালু, দন্ড ফি)	১,০৮,৮৭,৯৮৯/-
সর্বমোট	৭৯,৩০,৩৯,৫০৭/-

১২.০ খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি) কর্তৃক বিভিন্ন খনি এবং কোয়ারি পরিদর্শন

খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ এর বিধি-বিধানসমূহ ইজারাগ্রহীতা কর্তৃক যথাযথভাবে প্রতিপালন করে খনি এবং কোয়ারি কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে কিনা তা তদারকির জন্য বিএমডি কর্তৃক নিয়মিত সরেজমিন পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

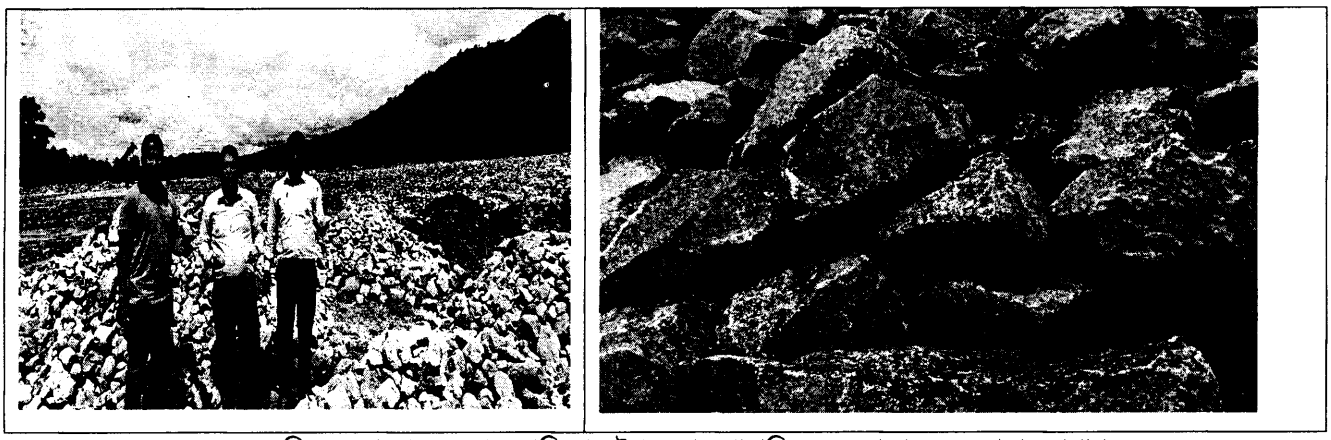

চিত্র : সুনামগঞ্জ জেলার তাহিরপুর উপজেলায় পাহাড়ি ঢলের সাথে ভেসে আসা চুনাপাথর।

চিত্র : মধ্যপাড়া কঠিন শিলা খনি।

চিত্র : সাদামাটি কোয়ারি।

চিত্র : সাধারণ পাথর/বালুমিশ্রিত পাথর কোয়ারি পরিদর্শন।

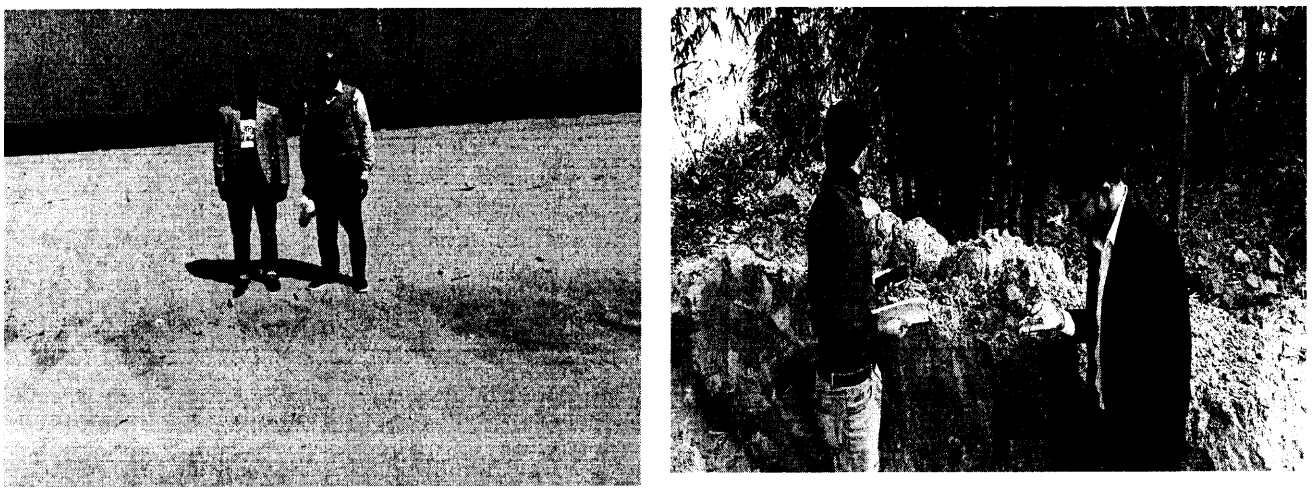

চিত্র : সিলিকাবালু কোয়ারি পরিদর্শন।

১৩.০ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA)

সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (Government Performance Management System) এর আওতায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সঙ্গে খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)-এর ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ৩০ জুন, ২০২১ তারিখে স্বাক্ষর হয়। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের দপ্তর/সংস্থা সমূহের মধ্যে ২০২১-২২ অর্থবছরের স্বাক্ষরিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির চূড়ান্ত মূল্যায়নে খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)'র অবস্থান সন্তোষজনক।

১৪.০ সেবা ডিজিটাইজেশন

বিএমডির সকল নাগরিক সেবা (অনুসন্ধান লাইসেন্স, খনি ও কোয়ারি ইজারা) অনলাইন/অটোমেশনের আওতায় আনার লক্ষ্যে E-Licence and Lease Management System সফটওয়্যার প্রণয়ন করা হয়েছে। ফলে নাগরিকগণ সহজে ঘরে বসেই বিএমডির অনুসন্ধান লাইসেন্স, খনি ও কোয়ারি ইজারার জন্য আবেদন থেকে শুরু করে ইজারা মঞ্জুরির সেবা পাচ্ছে। এতে একদিকে যেমন নাগরিকগণের সেবা পেতে ব্যয় কম হচ্ছে অন্যদিকে বিএমডি কর্তৃক দ্রুত ও হয়রানিমুক্তভাবে সেবা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে। ইতোমধ্যে হবিগঞ্জ জেলায় ০৬ টি সিলিকা বালু কোয়ারি সফটওয়্যার ব্যবহার করে ইজারা মঞ্জুরি প্রদান করা হয়েছে। ফলে বিএমডির রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৫.০ ফটো গ্যালারী ২০২১-২২

চিত্র : সরকারি পর্যায়ে পালিত কর্মসূচিতে বিএমডির অংশগ্রহণ।

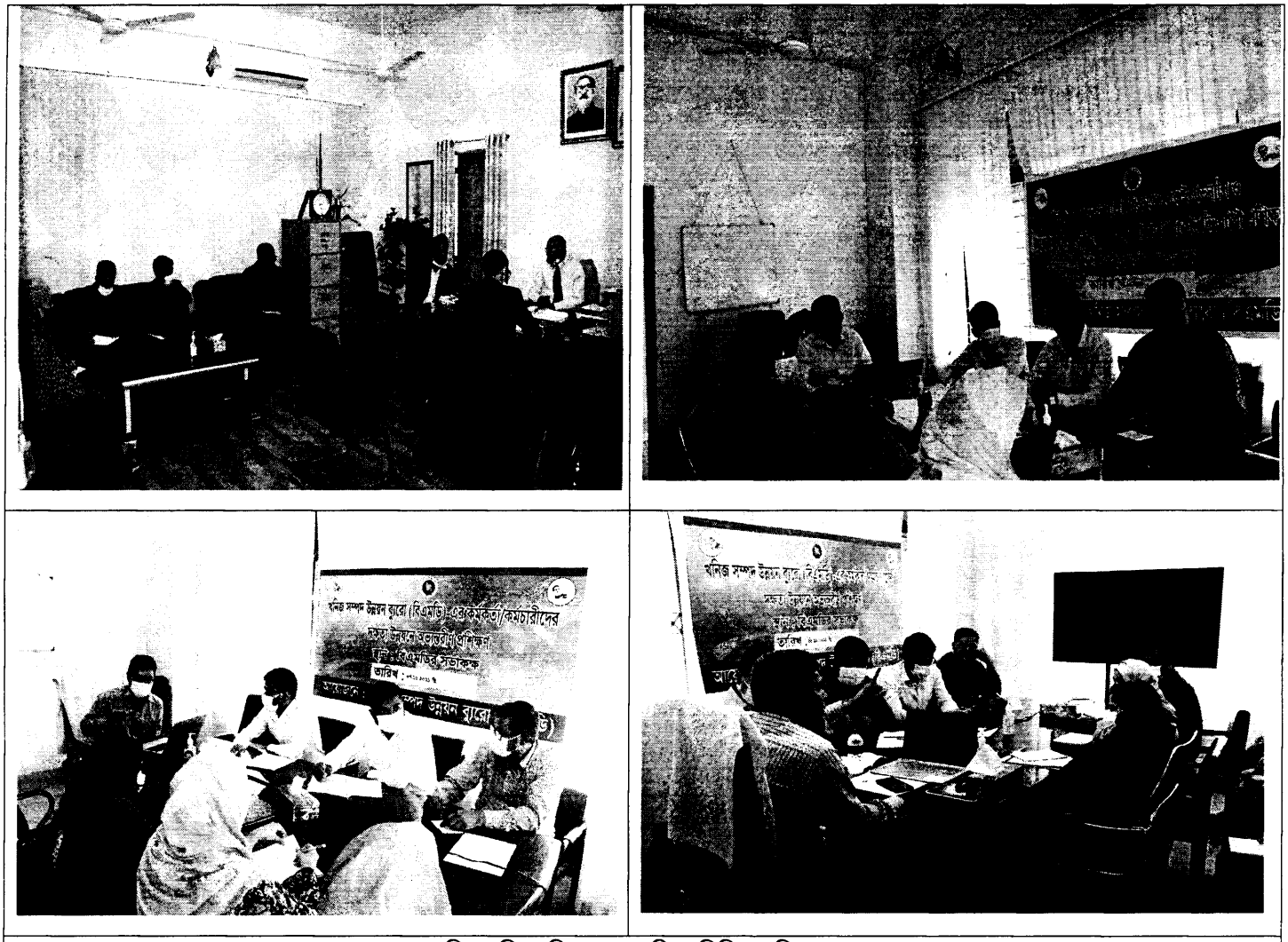

চিত্র : বিএমডিতে আয়োজিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ।

১৬.০ ২০২০-২০২১ অর্থবছরে খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)-এর সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য

(১) খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)-এর ২০২১-২০২২ অর্থবছরের রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৫২.৩০ (বায়ান্ন কোটি ত্রিশ লক্ষ) কোটি টাকা। বিএমডি বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি ও মধ্যপাড়া কঠিন শিলা খনি হতে প্রাপ্ত রয়্যালটিসহ সাধারণ পাথর/বালু মিশ্রিত পাথর এবং সিলিকা বালু কোয়ারির ইজারা বাবদ ২০২১-২০২২ অর্থবছরে মোট ৭৯.৩০ (উনআশি কোটি ত্রিশ লক্ষ) কোটি টাকা রাজস্ব আদায় করেছে;

(২) বিএমডির ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আবশ্যকীয় বিষয়সমূহের অর্জন সন্তোষজনক;

(৩) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২১-২০২২ এ অন্তর্ভূক্ত লক্ষ্যমাত্রার প্রায় শতভাগ অর্জন করা সম্ভব হয়েছে;

(৪) ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বিএমডি কর্তৃক হবিগঞ্জ জেলায় ০২ (দুই) টি সিলিকা বালু কোয়ারি ইজারা মঞ্জুরি প্রদান করা হয়েছে। সিলিকা বালু কোয়ারি ইজারা কার্যক্রম অনলাইনে সম্পন্ন করা হয়েছে;

(৫) মানব সম্পদ উন্নয়নে খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি) সর্বদা সচেষ্ট। বিএমডিকে একটি গতিশীল প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে বিএমডির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যথাযথ ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। দেশীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে বিএমডির কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অংশগ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়; এবং

(৬) বিএমডির জনবল কাঠামোর শূন্য পদগুলো নিয়োগ বিধি অনুযায়ী সময়ে সময়ে পূরণ করা হচ্ছে।

১৭.০ আর্থিক কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ :

খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি) খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ অনুসারে দেশে প্রাপ্ত খনিজ সম্পদ (তেল ও গ্যাস ব্যতীত)-এর অনুসন্ধান লাইসেন্স, খনি ইজারা ও কোয়ারি ইজারার মাধ্যমে ইজারাগ্রহীতাদের নিকট হতে রাজস্ব (রয়্যালটি, বার্ষিক ফি ইত্যাদি) আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করে থাকে। সরকারের নির্দেশনা অনুসারে বিএমডির রাজস্ব আদায় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিগত ৫ বছরে বিএমডির মোট রাজস্ব আদায় ছিল প্রায় ৩২৮.৯৪ কোটি টাকা এবং একই সময়ে বিএমডির মোট ব্যয় ছিল মাত্র ৮.৪৬ কোটি টাকা। বিএমডির জনবল বৃদ্ধির মাধ্যমে বিএমডিকে একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা সম্ভব হলে দেশের জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ খাত হতে রাজস্ব আদায় যেমন বৃদ্ধি করা সম্ভব তেমনি রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদসমূহের সুরক্ষা ও যথাযথ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)-এর বিগত ৫ বছরে রাজস্ব আদায় ও ব্যয়ের চিত্র নিম্নরূপ : (কোটি টাকায়)

অর্থবছর	রাজস্ব আদায়	দাপ্তরিক ব্যয়
২০১৭-১৮	৯৮.৮৭	১.৭৫
২০১৮-১৯	৪৬.০৩	১.৮০
২০১৯-২০	৭১.৭১	২.১০
২০২০-২১	৭৬.৯৩	২.১০
২০২১-২২	৭৯.৩০	২.৪২
মোট	৩৭২.৮৪	১০.১৭

১৮.০ মানব সম্পদ উন্নয়ন

মানব সম্পদ উন্নয়নে খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি) সর্বদা সচেষ্ট। বিএমডিকে একটি গতিশীল প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে বিএমডির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বছরব্যাপী ৫০ জনঘন্টা ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের দক্ষ প্রশিক্ষক দ্বারা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। দেশীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অংশগ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

২০২০-২০২১ অর্থবছরে খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)-এর কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের দেশীয় প্রশিক্ষণ :

৫০ জনঘন্টা ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণের সংখ্যা	জনঘন্টা	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
১৯ টি	৫০	২৪

১৯.০ সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ

১৯.১ প্রধান সমস্যাসমূহ :

(ক) নিজস্ব অফিস না থাকায় জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অধীন অন্য একটি দপ্তরের একটি মাত্র ফ্লোরে দাপ্তরিক কর্মকান্ড পরিচালনা করা হচ্ছে;

(খ) প্রয়োজনীয় লোকবল সংকট;

(গ) জেলা/বিভাগীয় পর্যায়ে আঞ্চলিক অফিস না থাকা;

(ঘ) খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ এর কতিপয় বিধি প্রয়োগে জটিলতা ও অস্পষ্টতা;

(ঙ) বিএমডির কার্যক্রম বিভিন্ন দপ্তরের সাথে সংশ্লিষ্টতা থাকায় কাজের দীর্ঘসূত্রিতা;

(চ) উচ্চ আদালতে নিষ্পন্নযোগ্য মামলা নিষ্পত্তির জন্য নিজস্ব আইন কর্মকর্তা না থাকা;

(ছ) মামলার দীর্ঘসূত্রিতা।

১৯.২ চ্যালেঞ্জ সমূহ

(ক) নিজস্ব অফিস ভবন স্থাপন;

(খ) খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরোর নিয়োগবিধি, ২০১৪ অনুযায়ী জনবল নিয়োগ করা;

(গ) খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ হালনাগাদ করা।

২০.০ ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা

খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)-এর চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলা করে বিএমডিকে একটি আধুনিক ও গতিশীল রাজস্ব আদায়কারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তুলতে নিম্নবর্ণিত প্রস্তাবনা রয়েছে :

(ক) প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন : ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যকে সামনে রেখে এবং জনগণের দোরগোড়ায় সহজে ও দ্রুততম সময়ে সেবা পৌঁছানোর নিমিত্ত বিএমডি কর্তৃক প্রদত্ত প্রচলিত সেবাসূহকে ২০২২ সালের মধ্যে ই-সেবায় রূপান্তর;

(খ) শাখা অফিস স্থাপন : খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান, উত্তোলন/আহরণ কার্যক্রমের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির লক্ষ্যে খনিজ সম্পদ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় শহরে নিজস্ব শাখা অফিস স্থাপন;

(গ) মানব সম্পদ উন্নয়ন : জনবল নিয়োগ ও নিয়োগকৃত জনবলকে দক্ষ মানব সম্পদে পরিণত করার লক্ষ্যে দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ।

২১.০ উপসংহার

খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অধীন একটি দপ্তর যা তেল, গ্যাস (ব্যতীত) সারা দেশে প্রাপ্ত অন্যান্য খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা করে থাকে। সরকারের একটি রাজস্ব আদায়কারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিএমডি কাজ করে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্বে ১৯৬২ সালে বিএমডি তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকারের শিল্প ও প্রাকৃতিক সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রাদেশিক সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগের অধীন প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা ক্ষমতায় আসার পর সোনার বাংলার আধুনিকায়নে দৃঢ় প্রত্যয়ে ঘোষণা করেন ভিশন ২০২১ এবং স্বোচ্চার কণ্ঠে ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত উন্নত বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা হিসাবে দেশের প্রতিটি ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট টেকসই উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন করেন। তারই অংশ হিসাবে রাজস্ব আদায়কারী সকল প্রতিষ্ঠান গতিশীলতা লাভ করে। খনি ও খনিজ সম্পদ (নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন) আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সালের ৩৯ নং আইন) এবং উক্ত আইনের ৪ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতায় ২০১২ সালে প্রণীত হয় খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২। তেল ও গ্যাস ব্যতীত সারা দেশের প্রাপ্ত খনিজের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনাসহ অনুসন্ধান লাইসেন্স, খনি ও কোয়ারি ইজারা প্রদানের কার্যক্রম শুরু হয় তথা সারাদেশে বিভিন্ন অঞ্চলের প্রাকৃতিক খনিজ সম্পদের অনুসন্ধান কার্যক্রম শুরু হয়। দেশের বিভিন্ন বিভাগের সম্ভাব্য খনিজ সম্পদের প্রাপ্ত অনুসন্ধানভিত্তিক তথ্য অনুযায়ী প্রকাশিত হয় খনিজ সম্পদের অধিক্ষেত্রভুক্ত এলাকা নির্ণয় এবং গেজেটভুক্তকরণ তালিকা। বিএমডি ২০২১-২২ অর্থবছরে সর্বমোট ৭৯.৩০ (উনআশি কোটি ত্রিশ লক্ষ) কোটি টাকা রাজস্ব আদায় করে যা দেশের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রাকে বেগবান করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

২২। একনজরে খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ এর কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিধি :

বিধি-২ : সংজ্ঞাসমূহ-

(৭) "কোয়ারী ইজারামূল্য" অর্থ সিলিকা বালু, সাধারণ পাথর, বালু মিশ্রিত পাথর এবং অন্যান্য অধাতব খনিজ এর মূল্য যাহা ব্যুরো, বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর ও সংশ্লিষ্ট জেলার প্রতিনিধিগণ কর্তৃক যৌথভাবে নির্ধারিত;

(১৬) "বালু মিশ্রিত পাথর" অর্থ আইনের ধারা ২ (খ) (ই) তে বর্ণিত দ্রব্য যাহাতে ৫০% এর অধিক পাথর রহিয়াছে;

(২৪) "সাধারণ পাথর" অর্থ আইনের ধারা ২ (খ) (ই) তে বর্ণিত দ্রব্য;

(২৫) "সিলিকা বালু" অর্থ আইনের ধারা ২ (খ) (আ) তে বর্ণিত দ্রব্য যাহাতে ৯০% এর অধিক সিলিকন ডাইঅক্সাইড (SiO_2) রহিয়াছে;

বিধি-৭ : অফেরতযোগ্য আবেদন ফি-

(১) প্রত্যেক আবেদন নিম্নোক্ত অফেরতযোগ্য ফি পরিশোধের ট্রেজারী চালানের মূল কপিসহ দাখিল করিতে হইবে,যথাঃ-

(ক) অনুসন্ধান লাইসেন্সের জন্য প্রথম ১০০ (একশত) হেক্টর বা ইহার অংশবিশেষের জন্য ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা এবং ইহার অতিরিক্ত প্রতি হেক্টর বা ইহার অংশ বিশেষের জন্য ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা;

(খ) বিধি ৭৮ অনুসারে কেবলমাত্র সিলিকা বালু, সাধারণ পাথর ও বালু মিশ্রিত পাথর ব্যতীত অন্যান্য কোয়ারী ইজারার জন্য প্রথম ৩০ (ত্রিশ) হেক্টর বা ইহার অংশ বিশেষের জন্য ২০,০০০ (বিশ হাজার) টাকা এবং ইহার অতিরিক্ত প্রতি হেক্টর বা ইহার অংশ বিশেষের জন্য ৫০০ (পাঁচ শত) টাকা; এবং

(গ) খনি ইজারার জন্য প্রথম ১০০ (একশত) হেক্টর বা ইহার অংশ বিশেষের জন্য ২, ০০,০০০ (দুই লক্ষ) টাকা এবং ইহার অতিরিক্ত প্রতি হেক্টর বা ইহার অংশ বিশেষের জন্য ১,০০০ (এক হাজার) টাকা।

(২) ১০০০/- (এক হাজার) টাকা ফি প্রদান সাপেক্ষে আবেদন ফরম সংগ্রহ করা যাইবে।

(৩) উপ-বিধি (১) ও উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত ফি ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে হিসাব খাত ১/৪২৪১/০০০০/২৬৮১ তে জমা দিতে হইবে।

বিধি-১৭(৩) : ব্যক্তিমালিকানাধীন কোয়ারি-

কোন ভূমির মালিক যাহার অন্যূন ১ (এক) একর ভূমি একসাথে রহিয়াছে, তাহার মালিকানাধীন ভূমি হইতে সিলিকা বালু, সাধারণ পাথর বা বালু মিশ্রিত পাথর উত্তোলন করিতে আগ্রহী হইলে বিধি ৫ অনুযায়ী ইজারার জন্য পরিচালকের নিকট আবেদন করিতে হইবে এবং সেক্ষেত্রে এই বিধির অধীন অন্যান্য সকল শর্তও প্রযোজ্য হইবে।

বিধি-২৮ : বার্ষিক ফি-

লাইসেন্সগ্রহীতা বা ইজারাগ্রহীতা প্রতি পঞ্জিকা বৎসরের ৩১শে জানুয়ারী বা ইহার পূর্বে হেক্টর প্রতি বা ইহার অংশ বিশেষের জন্য ৫০০ (পাঁচশত) টাকা হারে উক্ত পঞ্জিকা বৎসরের জন্য অফেরতযোগ্য ফি প্রদান করিবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন লাইসেন্স বা ইজারা কোন পঞ্জিকা বৎসরের ৩১শে জানুয়ারীর পর মঞ্জুর করা হইলে, উক্ত বৎসরের ফি এইরূপ মঞ্জুরের তারিখ হইতে দুই মাসের মধ্যে প্রদেয় হইবেঃ

তবে আরো শর্ত থাকে যে, অনুরূপ ফি উক্ত সময়ের মধ্যে পরিশোধ না করা হইলে প্রত্যেক খেলাপী দিনের জন্য এইরূপ বাৎসরিক ফি'র ৫% হারে জরিমানা উক্ত বৎসরের ১লা ফেব্রুয়ারি হইতে, বা লাইসেন্স বা ইজারা মঞ্জুরের তারিখের ০২(দুই) মাস অতিক্রান্তের পর হইতে প্রদান করিতে হইবে এবং যদি ফি এবং জরিমানা ফি ১৮০ (একশত আশি) দিনের মধ্যে পরিশোধ না করা হয় তাহা হইলে উক্ত তারিখের পর লাইসেন্স বা ইজারা লিখিতভাবে নোটিশ প্রদান সাপেক্ষে বাতিল করা যাইবে।

বিধি-৬৬ : রয়্যালটি পরিশোধ-

(১) ইজারাগ্রহীতা একাদশ তফসীলে বর্ণিত হার অনুযায়ী ত্রৈ-মাসিক উৎপাদন রিটার্ণের ভিত্তিতে ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে ৩০শে এপ্রিল, ৩১শে জুলাই, ৩১শে অক্টোবর এবং ৩১শে জানুয়ারীর মধ্যে রয়্যাল্‌টি পরিশোধ করিবেন এবং উক্ত ট্রেজারী চালানের একটি মূল কপি দাখিল করিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত তারিখে বা ইহার পূর্বে রয়্যাল্‌টি পরিশোধে ব্যর্থ হইলে নিম্নলিখিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করিতে হইবে, যথাঃ-

(ক) প্রথম ৩০ (ত্রিশ) দিন মার্জনা কাল হিসাবে গণ্য করা হইবে;

(খ) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত তারিখের ৩০তম দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর বকেয়া রয়্যালটি পরিশোধের ক্ষেত্রে উক্ত বকেয়া রয়্যালটির ১০% হারে জরিমানা ধার্য করা হইবে;

(গ) দফা (খ) অনুযায়ী ধার্যকৃত জরিমানাসহ রয়্যালটি, উপ-বিধি (১) এ উলি·খিত নির্ধারিত তারিখ হইতে ১২০ (একশত বিশ) দিনের মধ্যে পরিশোধ না করা হইলে, ইজারাগ্রহীতা দফা (খ) অনুযায়ী ধার্যকৃত জরিমানার অতিরিক্ত, বকেয়া রয়্যালটির আরও ১০% প্রদানে বাধ্য থাকিবেন; এবং

(ঘ) দফা (গ) মোতাবেক জরিমানাসহ রয়্যালটি উপ-বিধি (১) এ নির্ধারিত তারিখের ১৮০তম দিনের মধ্যে পরিশোধে ব্যর্থ হইলে বিধি ৮৪ অনুযায়ী ইজারা বাতিলযোগ্য হইবে।

(৩) ইজারাগ্রহীতা কর্তৃক প্রদর্শিত খনিজের খনিমুখ মূল্য পরিচালকের নিকট সঠিক নয় বলিয়া প্রতীয়মান হইলে পরিচালক বা তদকর্তৃক মনোনীত ব্যুরোর একজন কর্মকর্তা সরেজমিনে পরিদর্শন করিয়া উক্ত উত্তোলনকৃত, বিক্রয়কৃত, স্থানান্তরকৃত বা রপ্তানীকৃত খনিজের খনি মুখে মূল্য নির্ধারণ করিতে পারিবেন।

(৪) আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় বাজারমূল্যের উপর ভিত্তি করিয়া সরকার বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর ও বিএমডির সহিত পরামর্শক্রমে সময় সময় গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ১১তম তফসিলে বর্ণিত রয়্যালটির হার সংশোধন বা পুনঃনির্ধারণ করিবার ক্ষমতা সংরক্ষণ করে।

বিধি ৭৮ : কোয়ারি ইজারা পদ্ধতি(সিলিকা বালু, সাধারণ পাথর বা বালুমিশ্রিত পাথর কোয়ারীর ইজারা প্রদানের দরপত্র আহ্বান ইত্যাদি)-

(১) পরিচালক উপ-বিধি (২) এর বিধান সাপেক্ষে, উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে জেলা কমিটির সুপারিশ মোতাবেক সিলিকা বালু, সাধারণ পাথর বা বালুমিশ্রিত পাথর কোয়ারী ইজারা প্রদান করিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত দরপত্র নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে আহ্বান করিতে হইবে,যথাঃ-

(ক) জেলা কমিটি সিলিকা বালু, সাধারণ পাথর বা বালুমিশ্রিত পাথর কোয়ারী ইজারার জন্য বাংলা সন ১লা বৈশাখ হইতে ২ (দুই) বৎসরের জন্য ইজারা প্রদানের লক্ষ্যে দরপত্র আহ্বান করিবে এবং সর্বোচ্চ দরদাতার অনুকূলে ইজারা মঞ্জুরীর সুপারিশ করিবে;

(খ) ব্যুরো, জিএসবি এবং জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধি দরপত্র আহ্বানের পূর্বে অগ্রহায়ণ মাসের মধ্যে কোয়ারী এলাকা চিহ্নিত বা নির্ণয় করিবে এবং স্থানীয় বাজারদর অনুযায়ী কোয়ারী ইজারার মূল্য নিরূপন করিবে;

(গ) দফা (খ) এর অধীন মূল্য নিরূপণের পর জেলা কমিটি পৌষ মাসের মধ্যে দরপত্র আহ্বান করিবে এবং মাঘ মাসের মধ্যে ব্যুরোর নিকট সুপারিশ প্রেরণ করিবে এবং ১৫ই ফাল্গুনের মধ্যে ব্যুরো উহার সুপারিশ সরকারের অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করিবে এবং সরকার ৩০শে ফাল্গুনের মধ্যে চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করিবে;

(ঘ) ব্যুরো সরকারের চূড়ান্ত অনুমোদন প্রাপ্তির ৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে সর্বোচ্চ দরদাতাকে সম্পূর্ণ ইজারামূল্য ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে ব্যুরোর নির্দিষ্ট কোডে জমা দেওয়ার জন্য পত্র প্রেরণ করিবে;

(ঙ) সংশ্লিষ্ট সর্বোচ্চ দরদাতার নিকট হইতে সম্পূর্ণ ইজারামূল্য প্রাপ্তি সাপেক্ষে ৫(পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে ব্যুরো উক্ত দরদাতার অনুকূলে ইজারা মঞ্জুরীপত্র জারী করিবে এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে বিষয়টি অবহিত করিবে;

(চ) যদি দরপত্রের সর্বোচ্চ দর দফা ২(খ) অনুযায়ী নিরূপিত ইজারা মূল্যের চাইতে কম হয় তাহা হইলে জেলা কমিটি পুনঃ দরপত্র আহ্বান করিবে এবং যদি পুনঃদরপত্রের সর্বোচ্চ দর নিরূপিত ইজারা মূল্যের চাইতে কম হয় তাহা হইলে জেলা কমিটি তৃতীয় বারের মত দরপত্র আহ্বান করিবে এবং যদি তৃতীয় দরপত্রের সর্বোচ্চ দর নিরূপিত ইজারা মূল্যের চাইতে কম হয় তাহা হইলে জেলা কমিটি ব্যুরোর মাধ্যমে বিষয়টি সরকারের নিকট পাঠাইবে এবং এইক্ষেত্রে সরকারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে;

(ছ) প্রতি দরদাতা তাহার প্রস্তাবিত দরের ২৫% এর সমপরিমাণ টাকা টেন্ডার ডকুমেন্টের সহিত জেলা কমিটির চেয়ারম্যানের অনুকূলে পে-অর্ডার বা ব্যাংক ড্রাফট আকারে আর্নেষ্ট মানি হিসাবে প্রদান করিবেন এবং জেলা কমিটি উপ-বিধি (২) (গ) এ বর্ণিত সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ দরদাতার অনুকূলে সুপারিশ পেশ করিবে এবং উক্ত তারিখ হইতে ৭ (সাত) দিনের মধ্যে অকৃতকার্য দর দাতাগণের পে-অর্ডার বা ব্যাংক ড্রাফট ফেরৎ দিবে;

(জ) যদি সফল দরদাতা নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে মোট ইজারা অর্থ জমা প্রদানে ব্যর্থ হন তাহা হইলে তাহার আর্নেষ্টমানি ব্যুরোর অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হইবে; এবং

(ঝ) ইজারা মঞ্জুরের ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে কোয়ারীর দখল ইজারাগ্রহীতার অনুকূলে হস্তান্তর করা হইবে।

বিধি ৮১ (৫) : রয়্যালটি নির্ধারণ ক্ষমতা-

আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় বাজারমূল্যের উপর ভিত্তি করিয়া সরকার বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর ও বিএমডির সহিত পরামর্শক্রমে সময় সময় গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ১১তম তফসিলে বর্ণিত রয়্যালটির হার সংশোধন বা পুনঃনির্ধারণ করিবার ক্ষমতা সংরক্ষণ করে।

বিধি ৯১ : অবৈধ কার্যক্রম-

(১) কোন ব্যক্তি-

(ক) মঞ্জুরকৃত এলাকার বাহিরে অনুসন্ধানসহ কোন খনি কার্যক্রম পরিচালনা;

(খ) লাইসেন্সধারী বা ইজারাদার কর্তৃক মঞ্জুরী প্রাপ্ত এলাকায় অনুপ্রবেশে বাধা প্রদান;এবং

(গ) অনুচ্ছেদ 'খ' তে বর্ণিত এলাকায় লাইসেন্সগ্রহীতা বা ইজারাগ্রহীতা কর্তৃক পরিচালিত কোন ধরণের কাজে বাধা প্রদান বা হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না।

(২) কোন ব্যক্তি উপ-বিধি (১) এর দফা (খ) এবং (গ) অনুচ্ছেদের বিধান অমান্য করিলে পরিচালক বা লাইসেন্সগ্রহীতা বা ইজারাগ্রহীতার অনুরোধক্রমে স্থানীয় পুলিশ বা প্রশাসন বাধা অপসারণ বা হস্তক্ষেপ, বন্ধ বা অপসারণ করিবে এবং পরিচালক বা তাহার নিয়োজিত কর্মকর্তা লাইসেন্সগ্রহীতা বা ইজারাগ্রহীতার পক্ষে প্রচলিত আইনের অধীন অমান্যকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করিতে পারিবে।

(৩) কোন ব্যক্তি উপ-বিধি (১) এর দফা (ক) লঙ্ঘন করিয়া খনিজ পদার্থ আহরণ করিলে পরিচালক আহরিত খনিজ আটক করিতে পারিবেন, ইহা সম্ভব না হইলে বকেয়া ভূমি রাজস্বের ন্যায় সার্টিফিকেট মোকদ্দমার মাধ্যমে The Public Demands Recovery Act,1913 (Act III of 1913) অনুযায়ী আহরিত খনিজের সামগ্রিক মূল্য আদায় করিবেন।

বিধি-৯৩ : অবৈধ খনিজ আহরণে বাধা প্রদান-

(১) নিম্নবর্ণিত কারণে উপ-বিধি (২) তে উল্লিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাইবে, যথাঃ-

(ক) অননুমোদিত খনিজ আহরণ;

(খ) অনুমোদন ছাড়া কোয়ারীর ব্যবহার; এবং

(গ) অবৈধ কার্যক্রমের মাধ্যমে আহরিত খনিজ অপসারণ করা।

(২) উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত যে কোন কাজ সম্পর্কে তথ্য পাওয়ার পর পরিচালক বা তদকর্তৃক মনোনীত বা কারিগরী যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মকর্তা বা কর্মকর্তাগণ-

(ক) বিলম্ব না করিয়া সংশ্লিষ্ট এলাকা পরিদর্শন করিবেন এবং খনি বা কোয়ারীতে অবৈধ উত্তোলন বন্ধের জন্য স্থানীয় পুলিশ ও প্রশাসনের সহায়তায় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন;

(খ) বেআইনীভাবে আহরিত বা উত্তোলিত খনিজ পদার্থ আটক করিবেন এবং এইগুলি নিলামে বিক্রয় করিবেন এবং বিক্রয়কৃত অর্থ খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরোর হিসাব খাতে জমা প্রদান করিবেন;

(গ) উক্তরূপ কার্যক্রমের সহিত সম্পৃক্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে চিহ্নিত করিয়া প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য স্থানীয় প্রশাসনকে অবহিত করিবেন; এবং

(ঘ) উক্তরূপ কাজে লিপ্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

বিধি-৯৮ : খাতভিত্তিক খনিজ সম্পদের রাজস্ব জমা প্রদানের কোড নং (হিসাবের খাত)-

এই বিধিমালার অধীন আবেদন ফি, বাৎসরিক ফি বা নিরাপত্তা জামানতের সুদ বা জরিমানা বা অন্য কিছু হিসাব খাত "১/৪২৪১/০০০০/২৬৮১"এ এবং রয়্যালটি বা কোয়ারী ইজারা মূল্য হিসাব খাত "১/৪২৪১/০০০০/১৭০১" এ ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে জমা প্রদান করিতে হইবে।

০২.০৯.২০২২
আজিজুল হক
সহকারী পরিচালক (ভূ-রসায়ন)
খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

০২-০৯-২২
মোঃ মাহফুজুর রহমান
উপপরিচালক (খনি ও খনিজ) (চ.দা.)
খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

০২.০৯.২০২২
মোঃ মামুনুর রশীদ
উপ-পরিচালক
খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো
বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

০২.০৯.২০২২
মোঃ আবুল বাসার সিদ্দিক আকন
পরিচালক (যুগ্ম সচিব)
খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার